RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি:
পূর্বোত্তর-এর বর্তমান সংখ্যা বিশেষ কারণবশত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২২-এর পরিবর্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২-তে প্রকাশিত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের CONTACT@PURBOTTAR.IN –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ৩, কোচবিহার, শুক্রবার, ১১ ফেব্রুয়ারি – ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ | Vol: 26, Issue: 3, Cooch Behar, Friday, 11 February - 24 February, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

রাজ্যের অভূতপূর্ব সফল উদ্যোগ ফের জনতার দরবারে

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঐকান্তিক উদ্যোগে

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হল

‘দুয়ারে সরকার’

‘দুয়ারে সরকার’-এর দৃষ্টান্তমূলক জনকল্যাণকর উদ্যোগের এই পর্যায়ের কর্মসূচিতে ধারাবাহিকভাবে উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে থাকছে:

• স্বাস্থ্য সাথী • কন্যাশ্রী • রূপশ্রী • খাদ্যসাথী (রেশন কার্ড সংক্রান্ত) • শিক্ষাশ্রী • জাতিগত শংসাপত্র • তপশিলি বন্ধু • জয় জোহার • মানবিক • ১০০ দিনের কাজ • ঐক্যশ্রী • লক্ষ্মীর ভাণ্ডার • স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড • কৃষকবন্ধু (নতুন) • বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা • ব্যাঙ্ক (নতুন অ্যাকাউন্ট খোলা) ও আধার সংক্রান্ত সহায়তা • কৃষিজমির মিউটেশন, জমির রেকর্ডের ছোটখাটো ভুলের সংশোধন ও জমি সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা

নতুন প্রকল্প / পরিষেবা

• কিষান ক্রেডিট কার্ড (কৃষকদের জন্য) • মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড • আর্টিজান ক্রেডিট কার্ড • উইভার ক্রেডিট কার্ড • কিষান ক্রেডিট কার্ড (প্রাণীপালন) • স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের ব্যাঙ্কের ঋণের অনুমোদন

‘দুয়ারে সরকার’-এ এখনও পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কোটি রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে সরকারের কর্মসূচি:

১৫–২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (রাউন্ড ১)
১–৭ মার্চ ২০২২ (রাউন্ড ২)

দুয়ারে সরকার আপনার দরকার

‘দুয়ারে সরকার’-এর ক্যাম্পে সকল প্রকল্প / পরিষেবার **ফর্ম বিনামূল্যে** পাওয়া যাবে। ক্যাম্প থেকে প্রাপ্ত ফর্ম ছাড়া অন্য কোনও ফর্ম গৃহীত হবে না। পরিষেবার জন্য নিজেরা ক্যাম্পে আসুন।
সহায়তার জন্য (১০৭০/২২১৪–৩৫২৬) নম্বরে সরাসরি ফোন করুন অথবা আপনার নিকটতম ‘বাংলা সহায়তা কেন্দ্র’-এ যোগাযোগ করুন।

ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়
সব সময়ে সবার সেবায়

পাড়ার প্রয়োজনে, পাড়ার পাশে

এলাকার জরুরি সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান

স্থানীয় স্তরে পরিকাঠামোর শূন্যতাপূরণ ও পরিষেবার ঘাটতি চিহ্নিতকরণ ও পরবর্তীতে তার আশু সমাধান।

08(2)/ICA/ADD/COB

@egiye_bangla | পশ্চিমবঙ্গ সরকার | আপনার পাশে, আপনার সাথে | প্রতিটি ক্যাম্পে কোভিডবিধি অবশ্যমান্য

সম্পাদকীয়

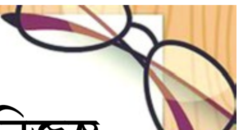

ভারতের নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা

ডিজিটাল মুদ্রা একধরনের ইন্টারনেট-ভিত্তিক মুদ্রা, যা শুধু ডিজিটাল রূপে পাওয়া যায়। ডিজিটাল মুদ্রার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হল বিটকয়েন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেট ঘোষণার সময় জানিয়ে দিলেন, এবার ভারতের নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা হতে চলেছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিজিটাল মুদ্রা চালু করতে চলেছে। পাশাপাশি জানা গেল, ডিজিটাল সম্পদের উপর ত্রিশ শতাংশ কর ধার্য করা হচ্ছে। সরকারের এই প্রস্তাবটি নিঃসন্দেহে একটি অভিনব উদ্যোগ। সরকার এটা স্পষ্ট করে দিল যে, ভবিষ্যতে ভারত ডিজিটাল মুদ্রা প্রবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

অনেক দিন ধরেই ডিজিটাল মাধ্যমে বেশ কিছু ক্রিপ্টোকারেন্সি জোরদার ভাবে রয়েছে। বিটকয়েন, ম্যাটিক, ইথেরিয়ামের মতো কারেন্সি অনেকেই ব্যবহার করেন। এগুলির সঙ্গে ডিজিটাল কারেন্সির প্রধান পার্থক্য হল ক্রিপ্টোকারেন্সি মূলত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ডিজিটাল কারেন্সির দেশীয় সরকার দ্বারা বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল মুদ্রা।

অর্থমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিজিটাল মুদ্রা তৈরি করবে, এবং তাকে বাজারে ছাড়বে। এই ডিজিটাল মুদ্রা ভারতের লিগাল টেন্ডার বা বৈধ মুদ্রা হবে– যার অর্থ, এখন থেকে এই মুদ্রা দিয়ে দেশের মধ্যে যে কোনও ঋণ পরিশোধ করা যাবে। তবে বেসরকারি ডিজিটাল মুদ্রার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হল, কে বিক্রি করছেন, আর কে কিনছেন, সেই পরিচয় অজ্ঞাত রেখেই কাজ চালিয়ে যাওয়া যায়। তবে মনে করা হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার ব্লকচেন প্রযুক্তি দিয়ে ডিজিটাল মুদ্রার লেনদেনের উপর সার্বিক তদারকি করতে পারবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিজিটাল মুদ্রা আগামী দিনে আন্তর্জাতিক বাজারে অনেকটা স্থান দখল করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

কবিতা

আমার আমি

- নিরূপমা

জানে শুধু এ শহর আর আমার ব্যর্থতা
আজও আমি বহন করি মেকি সুখের নিঃস্বতা।

বিষাদের আল্পনায় আর ভ্রান্ত জল্পনায় ছেয়ে গেছে হৃদয়পুর,
মনপাড়ার কার্ণিসে ভাসে তেতো ওষুধের মতো তিক্ত সুর।

বাসি বিছানায় লেপ্টে থাকা সেই দুর্বোধ্য রাতের কাহিনী,
না চাইতেও ভেসে ওঠে, মৃত জোনাকির অবয়বখানি।

নিঃশব্দে জমতে থাকা চিঠির বোঝা আজ বড্ড ভারী,
স্মৃতির অতলে তোমার দীর্ঘশ্বাসে দেখো আজো ডুবে মরি।

অন্ধ মোহে তুমি দেখোনি সেদিন ঠোঁটের কুণ্ঠাহীন অস্থিরতা,
জোনাকির গানে মুগ্ধ তুমিও লক্ষ্য করোনি আমার মৌনতা।

আজ মেঘের গায়ে মেঘ জমেছে নীরবতায় বাড়ছে বিষন্নতা,
ভালোবাসা মরেনি তবুও, তুমি আজও আমার অন্দরের কবিতা।

ঘাসফুলের মতো তারাদের ভিড়ে হারিয়ে গেছি আমিও,
দৃষ্টির অগোচরে বিষন্ন অপেক্ষারা অপেক্ষারত আজও।

থমকে গেছে জীবন খানিক অবহেলার দীর্ঘশ্বাসে,
তুমিও আছো আমিও আছি বিষন্নতা, সুর আর বিচ্ছেদে মিলেমিশে।

প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতে বেশ্যা ও গণিকাদের কথা (পর্ব- ২)

....সন্তোষ কুমার দে সরকার

বিম্বিসার বৈশালীর বিখ্যাত নগরনটী আম্রপালির উদাহরণে রাজগৃহে একজন চৌষট্টি কলার পারদর্শিনী সরকারি গণিকা নিযুক্ত করেছিলেন। মূলসর্বাস্তিবাদীদের বিনয় থেকে জানা যায়, আম্রপালি ছিলেন মহানাম নামক জনৈক ধনী বৈশালীবাসীর কন্যা। তিনি ছিলেন অসামান্যা রূপবতী ও গুনবতী। এই কারণে লিচ্ছবিসভা তাঁকে স্ত্রী রত্ন বলে ঘোষণা করে এবং সিদ্ধান্ত করে যে এরকম নারী কোন একজনের স্ত্রী হতে পারে না এবং এই কারণেই তাঁকে সাধারণী হতে হবে। আম্রপালি তাতে রাজি হন। তবে পাঁচটি সুবিধা লাভের শর্তে। মগধ রাজ বিম্বিসার ছিলেন আম্রপালির গুণগ্রাহী।

গৌতম বুদ্ধ বৈশালীতে পদার্পণ করলে আম্রপালি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর উপদেশাবলী শ্রবণ করেন। এরপর আম্রপালি নিজগৃহে ভোজনের জন্য সপারিষদ বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এর কিছু পরে লিচ্ছবি প্রধানগণ বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানান। যাতে তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নেন তার জন্য আম্রপালিকে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদানের প্রস্তাব জানানো হয়। প্রত্যুত্তরে আম্রপালি জানান সমগ্র বৈশালী রাজ্যের বিনিময়েও তিনি তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করবেন না। আম্রপালির গৃহে বুদ্ধ ভোজন করেন। আম্রপালি বুদ্ধকে উপহার দেন ভিক্ষুদের ব্যবহারের জন্য তাঁর নামাঙ্কিত একটি উদ্যান।

L. Basham লিখিত wonder that was India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদক অংশুপতি দাশগুপ্ত র 'অতীতের উজ্জ্বল ভারত'- এ উল্লেখ আছে__প্রাচীন বৌদ্ধ কাহিনীতে প্রসিদ্ধ বৈশালী নগরের অম্বপালী (১) এই সুশিক্ষিতা গণিকাদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ... তা থেকে প্রাচীন ভারতে শ্রেষ্ঠ ধরনের বারাঙ্গনাদের যে কতখানি মর্যাদা ছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অম্বপালী ছিলেন বিপুল ধনের ও প্রচুর ধী-শক্তির অধিকারিনী। তাঁর খ্যাতি পরিব্যাপ্ত ছিল ভারতের কৃষ্টি সম্পন্ন অঞ্চল গুলিতে। যে নগরে তাঁর বাস ছিল সেখানকার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে তিনি পরিগণিত হতেন। রাজপুরুষদের সংগে তিনি মিশতেন তাঁদের সমান মর্যাদা নিয়ে। বুদ্ধ বৈশালী অতিক্রম করে যেতে যেতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন অম্বপালীর দ্বারা। নগর পিতারা চেয়েছিলেন বুদ্ধকে বৈশালীর পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জানাতে। কিন্তু তাঁদের আহ্বানের চেয়ে অধিক আদরণীয় বিবেচনা করে অম্বপালীর এই আমন্ত্রণ বুদ্ধ গ্রহণ করেছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে অম্বপালী শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুনী হয়েছিলেন।

(১) অম্বপালী ও আম্রপালি দু'জন একই ব্যক্তি এবং দুটো উচ্চারণই ঠিক। আম্রপালি সংস্কৃত শব্দ এবং অম্বপালী পালি শব্দ। প্রাকৃত জনের অলস অসাড় জিহ্বার জড়তা জনিত কারণে উচ্চারণ বিকৃত হয়। ফলে তৎসম (সংস্কৃত) শব্দের কিঞ্চিৎ জাতিনাশ হয়েছে। যেমন সংস্কৃত মগধ উচ্চারণ প্রাকৃতে 'হ'-য়ে রূপান্তরিত হয়ে 'মগধ' হ'ল 'মগহ'। ভাষার নাম 'মাগধী' হয়ে গেল 'মাগহী'।বুদ্ধদেব ও মহাবীর দু'জনেই ধর্মদেশনা দিয়েছেন পালি ভাষায়।

বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার ব্যাপ্তিকাল খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।তারপর জন্ম হয় পালি বা প্রাকৃত ভাষার।ভারতে ৭টি প্রাকৃত ভাষার উদ্ভব হয়।এরমধ্যে সৌরসেনী প্রাকৃত,মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত,মাগধী প্রাকৃত এবং অর্ধ মাগধী বা জৈন মাগধী প্রাকৃতের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি।এক কালে মগধ ও পূর্ব ভারতে মাগধী প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হ'ত।যেমন বর্ধমানের প্রাচীন সংস্কৃত নাম ছিল 'আস্তিকনগর' পরে প্রাকৃতে নাম হয় 'অত্থিনগর'। বর্ধমান মহাবীর রাঢ় অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এসে এখানে আট বছর কাটিয়েছেন। তাঁর নাম অনুসারে অত্থিনগরের নাম হয় 'বর্ধমান'। অর্ধ মাগধী প্রাকৃত ভাষা পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব অর্ধ মাগধী প্রাকৃত ভাষার গর্ভ থেকে জন্ম হয় ১)মৈথিলী, ২)অঙ্গিকা, ৩)বাংলা, ৪)অসমীয়া, ৫) ওড়িয়া ও ৬)কোশলী ।তাই আমরা রাজবংশী কামরূপী ভাষাতেও কিছু কিছু বিকৃত শব্দ রূপ পরিলক্ষিত হই যেমন-

শিষ্ট বাংলা	কামরূপী
রাজ্য	আইজ্য
রাক্ষস	আইকখস
লাল	নাল
রস	অশ
ধর্ম	ধমমো

'র' কে ' অ' উচ্চারণ নিয়ে আমি বাল্যকাল থেকেই একটা প্রচলিত রসিকতা শুনে আসছি। তা হলো__ কোন এক যাত্রা পালার দৃশ্য।যুদ্ধে আহত এক রাজা মঞ্চে উঠলে রাণী তাঁকে দেখে বলছেনঃ আজা আজা তোমার কপালত ক্যানে অকতো? রাজা বলছেনঃ অকতো নোয়ায়, অকতো নোয়ায় আনী ওটা অঙ অঙ ।

আপনার জানেন ,বাঙালি জাতি আর্য বংশোদ্ভুত না। বাঙালি একটা সংকর জাতি। তাই আমর মুখেও কিছু কিছু শব্দের উচ্চারণ বিকৃত হয়।

আমি আমার ফেসবুক বন্ধুদের কাছে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমার পাদ টিকাটি কিঞ্চিৎ বড় হয়েছে ব'লে। আমি জানি আমার বন্ধুদের সিংহভাগই সাহিত্য চর্চা করেন। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তাঁদের অজানা নয়, বরংচ অনেকেই আমার চেয়ে বেশি জানেন। আবার আমার এমন কিছু ফেসবুক বন্ধু আছেন যাঁরা জানেন না, তাঁদের উদ্দেশ্যেই এই টীকা।

***

গল্প

বৃষ্টি হীন

....অসিত চ্যাটার্জী

ঘুম ভাঙতে অভ্যাস মতোই বিছানা থেকে হাঁক মারলো শুভ্র –

"বৃষ্টি! চা দিয়ে যাও।

বলেই আবার চোখ বুজলো।

কিছুক্ষণ হয়ে গেছে। এখনো চা এলো না দেখে, আবার ডাকতে গিয়েই থমকালো। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আর কোনো দিনই বৃষ্টি আসবে না। বুকের মধ্যে যতো মেঘই জমুক।

কালই আদালতে কলমের এক খোঁচায় চুকে গেছে তাদের সাত বছরের সম্পর্ক।

আচ্ছা কলমের কালির একটা দাগের কি এতোটাই শক্তি, যে রবারের মতো মুছে দিতে পারে জীবনের একটা অধ্যায়!

ভাবতেই সকালটা যেনো এক বিষণ্নতায় ভরে গেলো।বিছানার পাশে রাখা প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরালো। ধোঁয়াটা পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে। আর স্মৃতির দরজা খুলে যাচ্ছে।

সেদিন ছিলো মহাষ্টমী। পাড়ার প্যান্ডেলে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছিলো। তখনই প্রথম দেখা। বান্ধবীর সঙ্গে ঠাকুর দেখতে এসেছিলো। হঠাৎই বিপত্তি। বাঁশের একটা খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ওরা যেখানে বসেছিল ঠিক তার সামনেই। কনুইয়ের কাছটায় একটু কেটে গিয়ে অল্প রক্ত বেরোচ্ছে। ওর তখন অবস্থা, পালাতে পারলে বাঁচে। একে তো রাস্তার ধুলো লেগেছে শাড়িতে, তায় আবার এতোগুলো ছেলের সামনে পড়ে যাওয়া।

সামনেই শুভ্র'র বাড়ি।

একরকম জোর করেই বাড়ি থেকে ফার্ষ্ট এড বক্স এনে জায়গাটা পরিস্কার করে একটু মলম লাগিয়েছিলো। তখনই একবার ওর চোখের দিকে চোখ পড়েছিল। সে দৃষ্টিতে কি ধন্যবাদের সঙ্গে আরো কিছু মিশে ছিলো! কে জানে!

তবে তারপর থেকে প্রায়ই দেখা হয়ে যেতো। এভাবেই একদিন আলাপ। তার থেকে মন দেওয়া নেয়ার পালা। দুজনে অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিলো। একটা ঘোরের মধ্য দিয়ে দিন কেটে যেতো।

অবশেষে বিয়ে হলো। বেশ স্বপ্নের মতোই কাটলো ক'বছর। তারপর যা হয়। বৃষ্টির অস্তিত্বটা জীবনের আর পাঁচটা সম্পর্কের মতো তার বিশেষত্ব হারিয়ে ফেললো।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! শুভ্র ভাবতে চেষ্টা করলো, তাহলে বুকের ভেতরটা আজ টনটন করে ওঠে কেনো? কোনো সন্তান হয় নি তাদের। কিন্তু তা নিয়ে কোনো অনুযোগ তো কোনো দিন করে নি কেউই। তবে!

সিগারেটের আগুন নিভে আসে, ভাবনা নয়।

এক বন্ধু বলেছিল – আসলে জানিস পুরুষ মানুষের কাছে প্রেম একটা নতুন পাওয়া খেলনার মতো। একটু ঘাটাঘাটি, দেহের উত্তাপ পোহানো, একটা শরীরকে জানা, ব্যস! তারপরে দাম্পত্য জীবন যেনো যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। প্রেম হয়ে যায় একটা অভ্যাস মাত্র। দায়, দায়িত্বের মাঝে পড়ে প্রেম কোথায় চুপ মারে।

কিন্তু সত্যিইই কি তাই !বৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার তবে কি আর কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না!

মাঝে মধ্যে বৃষ্টি কোথাও গেলে তাকে কি শূন্যতা ঘিরে ধরতো না!

তবু কেনো এতো অনুযোগ করতে আমি পাল্টে গেছি বলে! অভিমানী হয়ে বলতে মরে গেছে ভালোবাসা।

শুভ্র মনে মনেই বলে

-" বিশ্বাস করো বৃষ্টি, ভালোবাসা ছিলো! সংসারের ব্যাঞ্জনে নুন হয়ে মিশে ছিলো। বোঝো নি।

মনে আছে সেবারে যখন আমার পক্স হলো, বুক দিয়ে আগলে আমার সেবা করেছিলে। কতো বারুণ করেছি, বেশি কাছে এসো না।

কথা শুনেছিলে?

তারপর আমি উঠতে না উঠতেই, তুমি পড়লে। আমি সেবা করতে চাইলেও,আমায় বেশি কাছে ঘেঁষতে দিতে না দুর্বল শরীর বলে। তাহলে?

আসলে আমাদের মধ্যে বোধহয় একজনের সঙ্গে অন্যজনের প্রত্যাশায় অমিল হতো। তুমি খুঁজেছো আমার মধ্যে সেই আগের প্রেমিককে। তখন আমার প্রেম যে রূপ বদল করে আটপৌরে হয়ে গিয়েছিল। যা হয়তো আমরা মানিয়ে নিতে পারি নি। তাই মতান্তর, তা থেকে মনান্তর।

দুজনেই ভেবেছিলাম তাপ্পি দিয়ে সম্পর্ককে টিকিয়ে না রাখাই ভালো।

কিন্তু আজ!

সম্পর্ক তো ভেঙে গেছে।মনের আকাশ তবু কেনো মেঘে মেঘাচ্ছন্ন!

আমি যে আর পারছি না।

চাতকের মতো ফোন টা নিয়ে রিং করে যাচ্ছি। কেউ ধরছে না, হয়তো বেজেই যাবে।

বৃষ্টি আসবে না।

***

শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচনে সবুজ ঝড়

অশোক 'স্তম্ভের' পতন; মেয়র হচ্ছেন গৌতম দেব, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুরভোটে এবছর সবুজ ঝড়। ২৭ বছরে এই প্রথমবার এককভাবে তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে। শিলিগুড়ি পুরনিগমে ৪৭ ওয়ার্ডের মধ্যে ৩৭টিতে জিতেছে তৃণমূল কংগ্রেস, ৫টি আসন নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বিজেপি, মাত্র ৪টি ওয়ার্ডে জিতেছে বামেরা এবং ১টি আসন পেয়েছে কংগ্রেস। মেয়র হবেন প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেব। নিজেই সে কথা জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেয়র হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে গৌতম দেব বলেন, আমি দিদির প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনের জন্যই। উনি আমার প্রতি আস্থায় অবিচল ছিলেন। এই দায়িত্বের যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করবেন বলেও উল্লেখ করেন গৌতম দেব। তিনি জানান, অন্তত ৪০ টি ওয়ার্ডে যে তৃণমূল জিতবে, তা আগেই জানতেন তিনি।

তিন বার রাজ্যের ক্ষমতা দখল করলেও এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি পুরনিগম ছিল তৃণমূলের কাছে অধরা। রাজ্যজুড়ে ঘাসফুলের ঝড়েও শিলিগুড়ি ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি। মেয়র ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য। তিনিই এবছর বামেদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। গতবার যে ওয়ার্ড থেকে জিতেছিলেন। সেই ওয়ার্ডে এবার তৃণমূল প্রার্থী মহম্মদ আলমের কাছে ৫১০ ভোটে পরাজিত হলেন তিনি। ১৪ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই শিলিগুড়িতে একের পর বাম প্রার্থী পরাজয় সামনে আসে, দিনের শেষে মাত্র ৪টি ওয়ার্ডে জিতেছে বামেরা। অশোক ভট্টাচার্যে এবিষয়ে বলেন, "ধর্মীয় মেরুকরণ করেই সংখ্যালঘু ওয়ার্ডে জিতেছে তৃণমূল। আমাদের যে ভোট বিধানসভায় গিয়েছিল তা ফিরে আসেনি।"

তৃণমূলের শিলিগুড়ি পুরনিগম দখল রাজ্যের রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। গত বিধানসভা ভোটের নিরিখের ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, শতাংশের বিচারে শিলিগুড়িতে বিজেপির ভোট কমেছে। প্রথমবার বিধানসভায় পা রাখা প্রাক্তন বামপন্থী থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া শংকর ঘোষ বিপুল ভোটে হেরে গেলেন নিজের ওয়ার্ডেই।২৪ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে তৃতীয় হয়েছেন তিনি। একুশের বিধানসভা ভোটে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসনে প্রায় ৩৫,৫০০-র বেশি ভোটে জিতেছিলেন শঙ্কর ঘোষ। এবার নিজের ওয়ার্ডেই হেরে যাওয়ায় বিধায়ক হিসেবে তাঁর কিছুটা বিফলতাও উঠে এসেছে। এই হার নিয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, "বিজেপি আগে ছিল লোকসভা ভিত্তিক দল। পরে আমরা রাজ্যে নিজেদের প্রসার বাড়াতে শুরু করি। কিন্তু স্থানীয় স্তরে এখনো সংগঠন নেই। বুথকর্মী নেই, বুথকমিটিও নেই। পাশাপাশি নেই বিজেপির পালের হাওয়া। শুধুমাত্র বিশ্বাস ছিল মানুষ ভোট দেবে। লড়াই করেছি। এই হার থেকেই শিক্ষা নিয়ে এগোতে হবে।"

প্রয়াত বাঙালির গর্ব বাপ্পি লাহিড়ি

মুম্বাই: আচমকাই চলে গেলেন সংগীত সঙ্গীতশিল্পী তথা গায়ক সুরকার বাপ্পি লাহিড়ি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে জুহুর এক হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। গত বছরই এপ্রিল মাসে করোনা আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিছুদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর করোনামুক্ত হলেও, নানা শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। তিনি সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন বলেই জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, দীর্ঘ একমাসেরও বেশি সময় ধরে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়। কিন্তু পরের দিনই তাঁর ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর ফের তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মধ্যরাতের কিছু সময় পরে তাঁর মৃত্যু হয়। অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়াকেই তাঁর মৃত্যুর কারণ হিসাবে জানানো হয়েছে।

বাপ্পি লাহিড়ি ১৯৫২ সালের ২৭ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা-বাবা বাঁসুরি লাহিড়ি ও অপরেশ লাহিড়িও সঙ্গীত জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭০-৮০র দশকে গোটা বলিউড মেতে উঠেছিল তাঁর গানেই। ডিস্কো ডান্সার থেকে শুরু করে শরাবি, চলতে চলতের মতো বিভিন্ন জনপ্রিয় গান তাঁরই গাওয়া।২০২০ সালে বাগি ৩ সিনেমায় তিনি শেষ গান করেছিলেন। তিনি প্রায় ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি সঙ্গীত জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

চলে গেলেন 'গীতশ্রী' সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

কলকাতা: প্রয়াত বাংলার প্রবাদপ্রতিম সঙ্গীতশিল্পী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। ১৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিট নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে গত ২৭ জানুয়ারি এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে এক বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তিরত করা হয়েছিল। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই কোভিডমুক্ত হন তিনি। ক্রমশ শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু আচমকা তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে শুরু হয় পেটে ব্যথা, কমতে থাকে রক্তচাপ। পরের দিন সকালে তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও শেষ রক্ষা হয় নি।

১৯৩১ সালের ৪ অক্টোবর ঢাকুরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। বাবা নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। ৫০ বছরেরও বেশি সময় নানা ভাষার ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন তিনি। ছবির গানের পাশাপাশি বাংলা আধুনিক গান ও ধ্রুপদী সঙ্গীতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার মূল কান্ডারী ছিলেন তাঁর দাদা রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। উস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁর শিষ্যা ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত গোটা শিল্পীমহল।

পুর ভোটের আগে উত্তপ্ত মাথাভাঙা

কোচবিহার: দিনহাটার পর এবার উত্তপ্ত মাথাভাঙা । পৌরসভা নির্বাচনে সিপিএম প্রার্থীর ওপর হামলার অভিযোগ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল মাথাভাঙা। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি মাথাভাঙা পৌরসভা নির্বাচন। ১২ টি আসন বিশিষ্ট মাথাভাঙা পৌরসভায় তৃণমূল-বিজেপি এবং সিপিএম ও কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র জমা করেছে।

মনোনয়নপত্র স্কুটিনির দিন বেলা বারোটা নাগাদ মাথাভাঙা পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী মাথাভাঙা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দেবাশিস দত্তের ওপর হামলা চালায় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন দুষ্কৃতী। এমনটাই অভিযোগ করেছেন খোদ দেবাশিস দত্ত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙা থানার পুলিশ। এরপর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মাথাভাঙা শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে সিপিআইএম দলের নেতাকর্মীরা থানায় ভিড় করেন। দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতে থানার মূল গেটে অবস্থান বিক্ষোভ করে সিপিএম। গোটা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, হেরে যাওয়ার ভয়েই মিথ্যা ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন বিরোধীরা।

কোচবিহারে ওঠানামা করবে বিমান

কোচবিহার: কোচবিহার বিমানবন্দর থেকে দ্রুত বাণিজ্যিক উড়ান পরিষেবা শুরু করতে চায় রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী সহ অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা ইন্ডিগো, স্পাইসজেট, ভিস্তারার মতো উড়ান সঙ্গে আগামী সপ্তাহেই আলোচনায় বসার কথা রয়েছে। কোচবিহার থেকে ৯০ সিট বিশিষ্ট বিমান পরিষেবা শুরু করা যায় কি না, সেই বিষয় নিয়েই আলোচনা হতে পারে আগামী সেই বৈঠকে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন উড়ান সংস্থাগুলি কী ভাবছে, কোচবিহার থেকে কোন কোন রুটে বিমান পরিষেবা শুরু করতে আগ্রহী এই এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলি, তা নিয়েই মূলত আলোচনা শুরু করতে চাইছে রাজ্য সরকার।

বিমানবন্দরে এখনো কিছু কাজ বাকি রয়েছে, তবে সেই কাজগুলি দ্রুত সেরে ফেলার নির্দেশ ইতিমধ্যেই দিয়েছেন মুখ্য সচিব। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই কয়েকটি জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। সেই তালিকায় ছিল কোচবিহারও। জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকেই এই বিষয়গুলি নিয়ে একটি প্রাথমিক স্তরের আলোচনা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে আগামী সপ্তাহে বিভিন্ন উড়ান সংস্থাগুলির সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে নবান্ন।

কোচবিহার জয়ে ২০০ শতাংশ আশাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কোচবিহার: রাজ্যের ১০৭টি পুরসভার সঙ্গে কোচবিহারের ২০টি ওয়ার্ডে ভোট আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ কোচবিহার পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হয়েছেন। কোচবিহারের সব ওয়ার্ডে তৃণমূলের জয় নিয়ে তিনি ভীষণ আশাবাদী। কোচবিহারকে হেরিটেজ শহর ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে শহরের উন্নয়নে কয়েকশো কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। ইতিমধ্যেই কোচবিহার শহরের উন্নয়নের রূপরেখাও তৈরি হয়ে হিয়েছে। করোনার প্রকোপে লকডাউন থাকায় জন্য কাজগুলো ঠিক সময়ে শুরু করা যায় নি। তবে এখন করোনার প্রকোপ কমায় মুখ্যমন্ত্রীর সহযোগিতায় কোচবিহার শহরকে দেশের মধ্যে সবথেকে ঐতিহাসিক এবং উন্নত শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চান তিনি।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মদনমোহন মন্দির, মাহেশ্বরী এবং হনুমান মন্দিরে পুজো দিতে যান। সেখানে পুজো দিয়ে বর্ণাঢ্য মিছিল করে তিনি পৌঁছান কোচবিহার সদরে মহকুমা শাসকের দফতরে, সেখানে মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "জেতার ব্যাপারে ২০০ শতাংশ আশাবাদী। ২০টি ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেবে মানুষ। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, উন্নয়নের সঙ্গে আছেন"।

সাংবাদিক সাক্ষাতকারে তিনি জানান, "২০টি ওয়ার্ড জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা উপহার দিতে চাই। তার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষের কাছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি।" শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ধরেই নয়, তিনি নিজেও শহরের উন্নতিতে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, শহরের ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা, পানীয় জল এবং রাস্তাঘাটের যা সমস্যা রয়েছে সব ধাপে ধাপে সমাধান করা হবে। প্রতিটি ওয়ার্ডে নাগরিক সম্মেলন করে তাদের চাহিদা মতো আগামী দিনে এই পুরসভায় কাজ করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারকে একের পর এক অনেক কিছু উপহার দিয়েছেন, কিন্তু কোচবিহারের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিছু দিতে পারিনি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব দিয়েছেন। এখন তিনি কোচবিহারের ২০টি ওয়ার্ড জিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দিতে চান।

টিকিট না পেয়ে অনশনে তৃণমূল নেত্রী, মনোনয়নও বাতিল

মালবাজার: পুরভোটে প্রার্থী তালিকা পছন্দ না হওয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল নেতা নেত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভ বেড়েই চলেছে। এই নিয়ে মালবাজারেও মারামারি অবরোধ থেকে হুমকি ভয় দেখানোর মাঝে অভিনব পদ্ধতিতে বিক্ষোভ দেখালেন বিক্ষুব্ধ এক তৃণমূল নেত্রী। দলের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় তালিকায় তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই মতো মনোনয়নপত্র জমাও দিয়েছিলেন। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে টিকিট না পেয়ে সমর্থকদের নিয়ে মাল ক্যালটেক্স মোড় এলাকায় শহীদচকে অনশনে বসেন মালবাজারের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটের পুরভোট লড়ার অন্যতম দাবিদার প্রার্থী রঞ্জনা ভৌমিকদাস।

তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী রঞ্জনা ভৌমিকদাস জানান, সুব্রত বক্সী ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর করা দ্বিতীয় তালিকায় আমার নাম ছিল। আমি সেই মতো তিন দিন আগে মনোনয়ন জমা দিই। গতকাল আমি জানতে পারি সরিতা গিরি নামের একদা বিজেপি করা এক মহিলাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। কী ভাবে এই টিকিট দেওয়া হল, সেটা জানতে চেয়ে গত রাতে আমরা জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপের লাটাগুড়ির বাড়িতে যাই। কিন্তু, উনি দেখা করেননি। তাই আজ এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অনশনে বসেছি। জেলা সভানেত্রীর কাছে জানতে চাইছি কেন এমন হল। এর পর মাল মহকুমা শাসকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রঞ্জনা ভৌমিকদাসের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

গ্রেফতার কালচিনির তৃণমূল নেতা পাশাং লামা

আলিপুরদুয়ার: আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার করা হল কাঠ পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেতা পাশাং লামাকে। রাজ্য তৃণমূলের নির্দেশেই তাকে পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে লামাকে বহিষ্কারের কথা জানিয়েছেন জেলা সভাপতি প্রকাশচিক বরাইক। কাঠ পাচারসহ একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের কালচিনি ব্লক সভাপতি এবং দলের এসটি সেলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পাশাং লামাকে গ্রেফতার করে পুলিস।

জানা গেছে, ৬ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সকাল থেকে পাশাং লামার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ ও বনদফতর। উদ্ধার হয় কয়েক লক্ষ টাকার চোরাই কাঠ ও আসবাবপত্র। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর থেকেই নিরুদ্দেশ ছিলেন পাশাং। এরপর থেকে খোঁজ চলছিল তাঁর। অবশেষে সেদিন রাতে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে পাশাংকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

তৃণমূল নেতা পাশাং লামা

পাশাংয়ের 'বাহুবলী' ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়েই আলিপুরদুয়ার জেলায় ভাল ফল করতে চেয়েছিল তৃণমূল। কিন্তু কালচিনি-সহ আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি আসনেই জয় পায় বিজেপি। ২৮,৫৭৬ ভোটে বিজেপি প্রার্থী বিশালের কাছে পরাজিত হন পাশাং। কিন্তু ততদিনে জেলার রাজনীতিতে নিজের হাত শক্ত করে নিয়েছিলেন তিনি। তাই ভোটের পর ব্লক সভাপতি মনোনয়নের সময় তাঁকেই কালচিনি ব্লকের সভাপতি বেছে নিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

গ্রেফতারির পর আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার রঘুবংশী বলেন, ''পাশাং লামাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।তাঁর বিরুদ্ধে চোরাইকাঠ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।পাশাং লামার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছিল।'' আদালতের বাইরে তাঁর স্ত্রী জানান, দিদি যা বলবেন তাই হবে। তাঁরা দিদির সঙ্গে রয়েছেন। পাশাং লামা নির্দোষ। তবে, মুখ্যমন্ত্রী চাইলে তিনি জেলের ভিতরে থাকবেন। মুখ্যমন্ত্রী চাইলে বাইরে থাকবেন।

শিলিগুড়িতে বিতর্কিত পোস্টার

শিলিগুড়ি: ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে চার পুরসভার ভোট। ঠিক তার আগেই শিলিগুড়িতে বাধলো দ্বন্দ্ব। শহরজুড়ে দেখা গেল বিতর্ক মূলক পোস্টার পড়ল, "পুরনো বিজেপি দিচ্ছে ডাক এবার শিলিগুড়িতে দিদি থাক। গদ্দার হঠাও বিজেপি বাঁচাও"। এই পোস্টারকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা।

৯ ফেব্রুয়ারি সকালে শিলিগুড়ি শহরজুড়ে একাধিক পোস্টার পড়ল। যেখানে বোঝা যাচ্ছে শিলিগুড়িতে বিজেপির পুরনো কর্মীদের দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ রয়েছে। হাকিমপাড়ার আরএসএস ভবনের দেওয়ালে, বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের বাড়ির উল্টোদিকে সহ শিলিগুড়ির শহরের বিভিন্ন এলাকা পড়েছে পোস্টার। কে বা কারা এই পোস্টার লাগিয়েছে তা নিয়ে কোন সঠিক তথ্য নেই, তবে বিজেপি নেতৃত্ব মনে করছেন তৃণমূলই এই পোস্টার লাগিয়েছে।

ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ

শিলিগুড়ি: বাড়িতে ডেকে বিরিয়ানির প্যাকেট ও টাকা দিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছে বলে অভিযোগ উঠলো শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড নির্দল প্রার্থী বিজন সরকারের বিরুদ্ধে। এই বিষয় নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস।

তাদের অভিযোগ, এলাকার বাসিন্দাদের টাকা ও বিরিয়ানি বিলি করছে বিজন সরকার। এর পরই স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকরা খবর দেন নির্বাচন কমিশন ও এনজেপি থানার পুলিশকে। তবে পুলিশ তাঁর বাড়িতে এসে বিজন সরকারকে পাননি। ঘটনার সত্যতা যাচাই করছে পুলিশ প্রশাসন। অন্যদিকে তৃণমূলের এমন অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন বিজন বাবুর সমর্থকরা। তারা জানান তৃণমূল নিজেদের হার বুঝতে পেরেই এমন ঘটনা সাজিয়েছে।

জলপাইগুড়িতে মনোনয়ন জমায় বাধা

জলপাইগুড়ি: তৃণমূল থেকে টিকিট না পেয়ে নির্দল প্রার্থী হয়েছেন বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা মলয় (শেখর) বন্দ্যোপাধ্যায়। জলপাইগুড়িতে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে গেলে ৭ ফেব্রুয়ারী তাঁকে বাধা দেয় পুলিশ। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মামলা রুজু করে ৮ ফেব্রুয়ারী তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করেছে পুলিশ।

পুরভোটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা পর থেকেই জেলায় জেলায় চলছে বিক্ষোভ। একের পর এক দলের নেতানেত্রীরা টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়ছেন। যা নিয়ে অস্বস্তিতে তৃণমূলের শিবির। জলপাইগুড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গেলে পুলিশ তাঁকে বাধা দেয়। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মামলা রুজু করে পুলিশ। তাই আজ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশজানান, মলয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা থাকায় জেরা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময়ে আরেক বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেত্রী পৌলমী সাহার মনোনয়নের কাগজপত্র ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দলেরই এক নেতার বিরুদ্ধে। পৌলমীও নির্দলে মনোনয়ন জমা দিতে এসেছিলেন। মনোনয়ন কেন্দ্র থেকে সংবাদমাধ্যমকেও বের করে দেয় পুলিশ।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দিনহাটা দখল তৃণমূলের

দিনহাটা: কোচবিহারের দিনহাটা পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩টি ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে রয়েছে দিনহাটা পুরসভা। মনোনয়ন জমার শেষদিনে ৭টি আসনে কোন প্রার্থী দিতে পারেনি বিরোধীরা। এরপর স্ক্রুটিনিতে হলফনামা না-থাকায় এবং প্রস্তাবকের স্বাক্ষর সঠিক না-থাকায় আরও ৬টি আসনের মনোনয়ন বাতিল করে দেওয়া হয়।

শেষমেশ ১৩টি ওয়ার্ডে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল ১৩টি আসনে জয়লাভ করায় সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠেন কর্মী-সমর্থকরা। জানাগেছে বিজেপির তরফে ২, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন এবং সিপিআইএম ২, ৪, ৭ এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিল। ৪ নম্বর ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। তবে স্ক্রুটিনিতে হলফনামা না-থাকায় সিপিআইএমের সবকটি প্রার্থী বাতিল হয়ে যায় এবং বাকি ওয়ার্ডগুলোতে প্রার্থীদের প্রস্তাবকের স্বাক্ষর না থাকায় সেগুলো বাতিল করা হয়।

পুরভোট নিয়ে মাথাব্যথা নেই হাজরাপাড়ার বাঁশ শিল্পীদের

মেখলিগঞ্জ: অবশেষে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পুরসভার পুরভোটের দিন ঘোষণা হল। তবে এই পুরভোট মেখলিগঞ্জ

শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের হাজরাপাড়ার বাঁশ শিল্পীদের জীবনে কোন প্রভাব ফেলেনা। প্রতিবারই ভোটের আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা হাজরাপাড়া যান ভোট চাইতে। বাঁশ শিল্পীদের বিভিন্ন সমস্যা শোনেন। সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট মিটলে আর কারোর দেখা মেলেনা।

একেতো প্লাস্টিক ও ফাইবারের সামগ্রীর একচেটিয়া আধিপত্যে বাঁশের সামগ্রীর কদর কমেছে। তার উপর আবার দাম বেড়েছে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর। ফলে নির্মাণ খরচও অনেকটাই বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে আর্থিক সংকটে জেরবার হাজরাপাড়ার বাঁশ শিল্পীরা। একসময় বাঁশের জিনিসের ব্যাপক চাহিদা থাকায় বংশপরম্পরায় তাঁরা এই কাজকেই বেছে নিয়েছিলেন। বাঁশের চাঙড়ি, ডালি, চেল বা ডাগরা বা কুলো ইত্যাদি সবই নিজের হাতে তৈরি করতেন এখানকার শিল্পীরা। শিল্পী অনিল হাজরা বলেন, আমি দশ বছর বয়স থেকে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত এক জোড়া বাঁশের দাম এখন ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। কিন্তু চাহিদা না থাকায় নির্মাণ খরচের দামই ওঠেনা। তাই এখন এই পেশায় সংসার চালানই মুশকিল হয়ে পড়েছে।

অনিল হাজরা বলেন, ভোট এলেই সব রাজনৈতিক দলের নেতারা একবার করে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু তা পূরণ হয়না। ভোট শেষ হলে শাসক বিরোধী কারোর আর দেখা পাওয়া যায়না। তারওপর সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকেও আমরা বঞ্চিত। তাই এবার আমরা ঠিক করেছি, যারা আমাদের জন্য কাজ করেছে আমরাও তাদের ভোট দেব। আমরা চাই আমাদের অবস্থার যাতে উন্নতি হয়।

তৃণমূল কংগ্রেসের মেখলিগঞ্জ শহর সভাপতি বিষ্ণুপদ ঘোষ বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করলে বাঁশ শিল্পীদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই হবে আমাদের লক্ষ্য। বিজেপি নেতা সরকার বলেন, বাঁশ শিল্পীদের সংসার যাতে ভালভাবে চলে সেই ব্যবস্থা করা হবে।

আলিপুরদুয়ারে পুর ভোটের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা ১২ ফেব্রুয়ারি

আলিপুরদুয়ার: আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ১০৮টি পুরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৩ ফেব্রুয়ারি এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এদিন থেকেই এই সব জায়গায় জারি হয়ে গেল নির্বাচনী আদর্শ আচরণ বিধি। এরপর এদিন বিকেলে আলিপুরদুয়ারে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার। বৈঠকে উপস্থিত দলীয় নেতৃত্বদের এদিন কী করা যাবে এবং কী করা যাবে না, তা বোঝান তিনি। এই বৈঠকে মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার জানান, "কোনো দলীয় সভা বা মিছিলে পাঁচশো জনের বেশি জমায়েত করা যাবে না। এছাড়াও সভা ,মাইক ব্যবহার এসবের জন্য দলীয় নেতৃত্বদের আলিপুরদুয়ার আইসির কাছে দরখাস্ত করতে হবে, এরপর তা আমার কাছে আসবে এবং আমি তার অনুমতি দেব"।

এছাড়াও এদিনের বৈঠকে জানানো হয়, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে, যা ৯ ফেব্রুয়ারি চলবে। এছাড়া মাঝে সরস্বতী পুজো ও রবিবার এই দুই ছুটির দিনে মনোনয়ন জমা নেওয়া হবে না। ১০ ফেব্রুয়ারি স্ক্রুটিনি ও ১১ ফেব্রুয়ারি প্রতীক বরাদ্দ করা হবে এবং ১২ ফেব্রুয়ারি প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা হবে। এছাড়াও এখনও পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটার ভোট গণনা কেন্দ্র হিসেবে ধরে রাখা হয়েছে বলে বৈঠকে জানানো হয়।

করোনায় নতুন পেশা, শিলিগুড়ির পথে স্ট্রীট সিঙ্গার

শিলিগুড়ি: কখনও বাঘাযতীন পার্ক, কখনও সিটি সেন্টার, কখনওবা বিধান মার্কেট আবার কখনওবা চিলড্রেন পার্কে দেখা যায় তাঁকে। তিনি স্ট্রীট সিঙ্গার। রাস্তায় গান করেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে তাচ্ছিল্য করার কিছু নেই। আমেরিকা ও ইউরোপে হামেশাই স্ট্রীট সিঙ্গার চোখে পড়ে। স্মার্টফোনের দৌলতে এই শব্দটার সাথে ভারতীয়দের পরিচিতি একটু হলেও বেড়েছে। কিন্তু তাই বলে শিলিগুড়ির রাস্তায় এইভাবে গীটার হাতে কখনো কাউকে গান গাইতে দেখা যায়নি। সাউন্ড বক্স, মাইক, স্ট্যান্ড নিয়ে ঘুরে বেড়ান এই স্ট্রীট সিঙ্গাররা।

এখন থেকে শিলিগুড়িতেও হঠাৎই দেখা হয়ে যেতে পারে স্ট্রীট সিঙ্গারের। গত চারদিন ধরে তাঁকে দেখা যাচ্ছে শিলিগুড়িতে। তাঁর সামনে যেমন বসে বা দাঁড়িয়ে গান শোনা যাবে। তেমনি নিজের পছন্দের গান দুই লাইন গাওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধও করা যাবে। তাঁর নাম কৃষ্ণা ভান্ডারী। তিনি শিলিগুড়ির বাসিন্দা নন। পথে পথে গাইতে গাইতে এসে পড়েছেন এই শহরে। আদতে কলকাতার যাদবপুরের বাসিন্দা কৃষ্ণা ইতিমধ্যে ভারতের বীভিন্ন জায়গায় গান গেয়ে বেরিয়েছেন। কৃষ্ণার কথায় সাউন্ড বক্স, মাইক, স্ট্যান্ড ও কিছু জামাকাপড় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোথাও ১৫-২০ দিন আবার কোথাও একমাস থেকে যাই।গান শুনে খুশি হয়ে যে যা দেয় তা দিয়ে একরকম চলে যায়।

স্ট্রীট সিঙ্গার হিসেবে লোকে তাঁকে এখন চিনলেও এই পেশায় কিন্তু তিনি একেবারে নতুন। করোনাকালে কাজ হারিয়ে এই পেশা বেছে নিয়েছেন তিনি। তবে শুরুটা কিন্তু মোটেই সহজ ছিলনা। রাস্তায় দাড়িয়ে গান গাইতে, মনের দিক থেকে ভীষণ শক্ত হতে হয়।কৃষ্ণাকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর কথায়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান করতে গেলে সবার আগে লোক লজ্জা ত্যাগ করতে হবে। লোকে কে কী বলল সেই কথা চিন্তা করলে চলবেনা। তাঁর বিশ্বাস উৎসাহ পেলে এই নতুন পেশায় অনেকেই এগিয়ে আসবেন। রাস্তায় রাস্তায় গান করার সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও গান করার আমন্ত্রণ আসে। বিয়ে বাড়িতেও গাইতে বলেন কেউ কেউ। বাংলা, হিন্দি, নতুন ও পুরানো সব ধরনেরই গান গেয়ে থাকেন তিনি। শিলিগুড়িতে প্রায় একমাস থাকবেন তিনি।

গ্যাস সিলিন্ডার চোরের দল

জলপাইগুড়ি: প্রায় মাস খানেক ধরে জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন গ্যাস সরবরাহ কো অপারেটিভ সোসাইটি গুলি নতুন এক সমস্যার মুখে পড়েছে। তাদের অভিযোগ ডেলিভারি ম্যানেরা যখন তাদের গাড়ি বা ভ্যান রিক্সো করে রান্নার গ্যাস বোঝাই সিলিন্ডার গুলি নিয়ে গ্যাস সরবরাহ করতে মানুষের বাড়ি বা ফ্ল্যাটে যাচ্ছে। ঠিক তখনই টোটো রিক্সো নিয়ে তাদের পিছু নিচ্ছে চোরের দল।

রাস্তায় ভ্যান রেখে ডেলিভারি ম্যানেরা যখন দোতালা বা তিন তলার ফ্ল্যাটে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে দিতে যাচ্ছে ঠিক তখনই সুযোগ বুঝে চোরের দল ভ্যানে থাকা সিলিন্ডার গুলির থেকে একটি বা দুটি করে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

গত দেড় মাস ধরে জলপাইগুড়ি শহরের নিউটাউন পাড়া, পান পাড়া, মহামায়া পাড়া প্রভৃতি এলাকা থেকে বিভিন্ন কো অপারেটিভ সোসাইটি গুলির খালি ও ভর্তি মিলিয়ে প্রায় ১২ টি গ্যাস সিলিন্ডার এই ভাবে খোয়া গেছে। এই গ্যাস সিলিন্ডার গুলির সিকিউরিটি মানি ও গ্যাসের দাম মেটাতে গিয়ে মাথায় হাত পড়েছে অত্যন্ত স্বল্প বেতনে কাজ করা ডেলিভারি ম্যানদের। অভিনব কায়দায় গ্যাস সিলিন্ডার চুরির কিনারা করতে গিয়ে সমস্যায় পুলিশ। কারন শহরের প্রচুর পরিমান সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ। তাই কার্যত অন্ধকারে সুত্র হাতাচ্ছে পুলিশ।

ডেলিভারি ম্যান বিষ্ণুপদ রায় বলেন এই অবস্থায় আমরা খুব বিপাকে পড়েছি। কারন এই সিলিন্ডার গুলির দাম আমাদের মেটাতে হচ্ছে। আমরা মাইনে পাই মাত্র ৬২০০/- টাকা। এর থেকে একেকটি সিলিন্ডারের জন্য আমাদের থেকে ২৫০০/- টাকা করে কেটে নেওয়া হচ্ছে।

কো অপারেটিভ সোসাইটির সম্পাদক রতন সরকার বলেন আমরা ডেলিভারি ম্যানদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি তারা যখন গ্যাস সিলিন্ডার দিতে মানুষের বাড়ি যাচ্ছে তখন টোটো নিয়ে তাদের পিছু নিচ্ছে চোরের দল। সুযোগ বুঝে চেন কেটে সিলিন্ডার নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিষয়টি লিখিত আকারে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। কিন্তু এখোনও পর্যন্ত কোনও কিনারা হয়নি। এই অবস্থা চলতে থাকলে আমাদের ডেলিভারি ম্যানেরা খুব অসুবিধায় পড়বে। কারন এদের থেকে সিলিন্ডারের টাকা নিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ঘটনায় ডি এস পি হেডকোয়ার্টার সমীর পাল বলেন এই কায়দায় চুরির অভিযোগ আমরা আগে পাইনি। একেবারে নতুন কায়দায় চুরি। অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আমরা খতিয়ে দেখছি আরও কতগুলি সিলিন্ডার চুরি হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে শহরের কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা খারাপ আছে। যদিও সেগুলির মেরামত শুরু হয়েছে।

সম্প্রসারণ হতে চলেছে বাগডোগরা বিমানবন্দরের

শিলিগুড়ি: বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণ এর জন্য এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কে জমি হস্তান্তর করল রাজ্য। জানা গেছে রাজ্য ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর এর তরফে যাবতীয় ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার পর জেলা প্রশাসনের তরফে শিলিগুড়িতে বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।

মোট ৯৮ একর জমির মধ্যে সরকারি জমি ৯৫ একর এবং ৩ একর বেসরকারি জমি রয়েছে। দু'বছর আগে থেকেই বাগডোগরা বিমানবন্দরের যাত্রীসংখ্যা বছরের ৩০ লক্ষেরও বেশি পার হয়ে গেছে। যদিও তার আগে থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সম্প্রসারণের জন্য একাধিকবার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে এবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হচ্ছে।

সূত্রের খবর এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্যকে ২৩ কোটি টাকা দিয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে বায়ুসেনার জমি ব্যবহার করার জন্য ইতিমধ্যেই সবুজ সংকেত পেয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে মোট ১০৪ একর জমির ওপর শিলিগুড়িতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সম্প্রসারণ হতে চলেছে।

গত প্রায় দু'বছর ধরে জমি জট ছাড়াও করোনা, লকডাউন এর কারণে এই কাজ আটকে ছিল। ইতিমধ্যেই এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া রাজ্য সরকার জমি নিয়ে যৌথ সমীক্ষার কাজ শেষ করেছে। তারপরেই জেলা প্রশাসনের তরফে এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কে হস্তান্তরের কথা জানানো হয়েছে বলেই জানা গেছে।

বিকাশের মূর্তি পাড়ি দেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রেও

খড়িবাড়ি: উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ শেষ করেই হাত দিয়েছিলেন কাঠের কাজে।তৈরি করতেন নানা সামগ্রী। প্রায় দুই দশক ধরে এই কাঠের কাজ করছেন তিনি। তার পূর্বপুরুষেরা কেউই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেননা। কিন্তু তাতে ভাঁটা পড়েনি অধ্যবসায়। তাঁর হাতের তৈরি কাঠের মূর্তি গুলি এখন সমাদৃত প্রতিবেশী দেশ গুলিতেও। শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত খড়িবাড়ি ব্লকের বাসিন্দা বছর বিয়াল্লিশের বিকাশ রায়ের প্রতিভা হার মানাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব বর্ধমানের কাঠ শিল্পীদের। তাঁর তৈরি কাঠের মূর্তি পাড়ি দিচ্ছে বিহার, আসানসোল, দুর্গাপুর সহ প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও ভুটানেও।বলাবাহুল্য তাঁর এই প্রতিভাকে সম্মান জানিয়েছে রাজ্য সরকারও। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ, বিকাশ রায়কে একাধিক সম্মানে ভূষিত করেছে।

করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউন ও বিধিনিষেধের জেরে গত দুই বছর এই শিল্পে ভাঁটা পড়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় অনলাইনেও বাজার ধরেছেন বিকাশ। চাহিদা পূরণ করতে এখন তিনি কাঠ খোদাই করে তাতে ভাস্কর্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত।কাঠ এবং বাঁশের তৈরি বিভিন্ন মূর্তিতে সেজে ওঠে খড়িবাড়ির নেতাজিপল্লিস্থিত বিকাশ রায়ের দোকান।

বিকাশ জানান, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু হওয়ায় বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্ডার আসা শুরু হয়েছে। তাঁর তৈরি মূর্তি গুলির মধ্যে রয়েছে আড়াই ফুটের সিংহ বাহিনীর মূর্তি, হংসরাজের মূর্তি প্রভৃতি। ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে বুদ্ধ মূর্তির অর্ডার এসেছে। সেইসঙ্গে জগন্নাথ, বলরাম, গণেশ, মহাদেব ও রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও আসানসোল, দুর্গাপুর ও নেপালে পাড়ি দিচ্ছে।

২০১৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ কারুশিল্প প্রতিযোগিতায় কাষ্ঠশিল্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন বিকাশ রায়। এই মূর্তি তৈরির কাজে বিকাশ বাবুকে সাহায্য করেন স্ত্রী বিজয়া রায় ও তাঁর দুই মেয়ে।

শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে ভারতী ঘোষের বাড়িতে মন্ত্রী

শিলিগুড়ি: প্রখ্যাত টেবিল টেনিস প্রশিক্ষক ভারতী ঘোষের বাড়ি গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ভারতীদেবীর চিকিৎসা সহ যে কোনও সাহায্যের জন্য রাজ্য সরকার প্রস্তুত।

কিছুদিন আগে বাড়িতে পরে গিয়ে মাথায় চোট পান ভারতী দেবী। নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলে সিটি স্ক্যানে ধড়া পড়ে তাঁর মাথায় রক্ত জমাট বেঁধেছে। এরপরই অপারেশন করে জমাট রক্ত বের করা হয়। কিছুদিন আগে সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফেরেন।

পুরভোটের প্রচারে কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়িতে আছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।৮ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতী ঘোষের অসুস্থতার কথা জানতে পারেন। এই খবর পেয়ে পরের দিন অর্থাৎ ৯ ফেব্রুয়ারি দুপুরে তিনি ভারতী দেবীর বাড়ি যান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি। তাঁর দ্রুত সুস্থতা কামনা করে তাঁর হাতে কিছু ড্রাই ফ্রুটস তুলে দেন মন্ত্রী এবং ভারতী দেবীকে তাঁর ফোন নম্বর দেন। যে কোন প্রয়োজনে তাঁকে ফোন করার কথা বলেন অরূপ বিশ্বাস।

ভারতী দেবী মন্ত্রীকে বলেন, শিলিগুড়ির দেবকুমার দে নামে একজন প্রশিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে প্রশিক্ষণ দিয়ে অ্যাথলিট তৈরি করছেন। অথচ তিনি এখন পর্যন্ত কোন সম্মান পাননি। তিনি এই বিষয়টি মন্ত্রীকে দেখার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন।

আলিপুরদুয়ার শহরের মান্না সরণি যেন লতা মঙ্গেশকর লাইব্রেরী

শামুকতলা: আজ কয়েক দশক ধরে হাজার হাজার মাইল দূর থেকেই লতা মঙ্গেশকরের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন দেবপ্রসাদ দাস।একজন ছিলেন মুম্বাইতে আরেকজন থাকেন আলিপুরদুয়ারে।গত চারদশক ধরে হিন্দি, বাংলা, ইংরেজী ও অসমীয়া ভাষার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যত লেখালেখি হয়েছে তার প্রায় সবকটি সংখ্যাই যত্ন করে রেখে দিয়েছেন তিনি। সেই ১৯৮০ সাল থেকে এই চার ভাষার প্রায় ৩৫টি পত্রিকা রয়েছে তাঁর কাছে। সেইসঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের সবকটি জীবনীগ্রন্থও রয়েছে তাঁর সংগ্রহে।

বর্তমানে দেববাবুর বয়স ৬২ বছর। যখন তাঁর বয়স কুড়ির কোঠায়, তখন থেকেই এই কাজ শুরু করেছেন তিনি। তবে এটাকে কাজ না বলে নেশা বলাই ভালো।লতা সম্পর্কিত বই বা পত্রিকার কথা যখনই তিনি জানতে পেড়েছেন। অনেক কষ্টে হলেও ঠিক তা খুঁজে নিয়ে নিজের সংগ্রহে যুক্ত করেছেন। তখন ইন্টারনেট বা মোবাইল না থাকায় এই কাজ মোটেই সহজ ছিলনা। যাইহোক সব সমস্যা কাটিয়ে নিজের বাড়িতেই লতাজিকে নিয়ে তথ্যের ভান্ডার গড়ে তুলেছেন তিনি। এমনকি গায়িকার বেশ কিছু গানের রেকর্ডও রয়েছে তাঁর সংগ্রহে। সবমিলিয়ে আলিপুরদুয়ার শহরের মান্না সরণির দেবপ্রসাদবাবুর বাড়ি যেন লতা মঙ্গেশকর সম্পর্কিত একটা ছোটো লাইব্রেরী।

তবে দেবপ্রসাদবাবুর পরিচিতি কিন্তু মান্নাদের গবেষক হিসেবে অনেক বেশি। ৬ ফেব্রুয়ারি লতা মঙ্গেশকরের চিরবিদায়ের পর তাঁর সংগ্রহ ও গবেষণার এই অল্প পরিচিত দিকটিও সামনে উঠে এসেছে। অল্প বয়েসে তিনি যখন গানের শিক্ষকতা করতেন সেইসময় তিনি লতাজির জীবন ও সঙ্গীতের ওপর একটি পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রতিবেদনও লিখেছেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে কয়েক কোটি ভারতবাসীর সাথে তাঁর চোখও ছিল টিভির পর্দায়। এদিন

সকালে লতাজির মৃত্যুর খবর শুনেই মুষড়ে পরেছেন তিনি। সারাদিনধরে তাঁর সংগ্রহে থাকা লতা মঙ্গেশকরেকে নিয়ে বিভিন্ন লেখাগুলি উল্টেপাল্টে দেখছেন।

এদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল লতা মঙ্গেশকরের স্মৃতিবিজড়িত বই, পত্রপত্রিকা দেবপ্রসাদ দাস। তিনি বলেন, গত ২৭ দিন ধরে সকাল থেকে রাত সংবাদ মাধ্যমগুলিতে নিয়মিত চোখ রেখে চলেছি। কেমন আছেন শুধু জানার জন্য। মাঝে তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো হওয়ার পর ভেবেছিলাম, এবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন। এমনটা ঘটে যাবে ভাবিনি।

আইইএক্স-র ভলিউম বৃদ্ধি ১৬%

কলকাতা: পাওয়ার মার্কেট আপডেট অনুযায়ী ইন্ডিয়ান এনার্জি এক্সচেঞ্জ চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে ৮৬৫২ এমইউ ভলিউম অর্জন করেছে। যার মধ্যে প্রচলিত পাওয়ার বাজারে রয়েছে ৭২৪৫ এমইউ, গ্রিন পাওয়ার মার্কেটে রয়েছে ২৮০ এমইউ, এবং আরইসি মার্কেটে রয়েছে ১১২৬এমইউ (১১.২৬লাখ শংসাপত্র। সামগ্রিকভাবে এক্সচেঞ্জ মাসে আইইএক্স তার সমস্ত বাজার বিভাগ জুড়ে ১৬% ভলিউম বৃদ্ধি অর্জন করে।

ন্যাশনাল লোড ডিসপ্যাচ সেন্টারের তথ্য অনুসারে, ১১২.৬৭ বিইউ-তে ২.৪৩% ওয়াইওওয়াই শক্তি খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে যেখানে চলতি বছর জানুয়ারিতে ১৯২.০৭ জিডব্লিউ-তে জাতীয় সর্বোচ্চ চাহিদা সর্বোচ্চ ১.০৯% ওয়াইওওয়াই বৃদ্ধি পেয়েছে। আইইএক্স গ্রীন মার্কেট চলতি বছরের জানুয়ারিতে ডে অ্যাহেড(দিন-আগামী)এবং ট্রাম অ্যাহেড (মেয়াদ-আগামী) উভয় বাজার বিভাগে ২৮০ এমইউ ভলিউম অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, রিয়েল-টাইম ইলেক্ট্রিসিটি মার্কেটে ভলিউমের ধারাবাহিক বৃদ্ধি সহ রিয়েল-টাইম বিদ্যুতের চাহিদা-সরবরাহের প্রয়োজনীয়তাগুলির ভারসাম্য বজায় রাখতে বিতরণ ইউটিলিটি এবং শিল্প উভয়ের জন্য এই বিভাগের তাৎপর্য নির্দেশ করে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া এনেছে নিউট্রিলাইট ব্র্যান্ডের নতুন প্রোডাক্ট

শিলিগুড়ি: দেশের অন্যতম অগ্রণী এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া তাদের ফ্ল্যাগশিপ ব্র্যান্ড নিউট্রিলাইট-এর আওতায় নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টের এক নতুন রেঞ্জ নিয়ে এসেছে – সুগন্ধী গামি ও মুখে গলে যাওয়ার মতো জেলি স্ট্রিপস ফরম্যাটের এই সাপ্লিমেন্টগুলি ট্রেন্ডি, টেস্টি, কনভিনিয়েন্ট ও সিমপ্লিফায়েড। সার্বিক স্বাস্থ্য, রোগপ্রতিরোধক্ষমতা, অস্থির সুস্থতা ও চোখের সুস্থতার জন্য অ্যামওয়ের এই নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টের রেঞ্জটি আনা হয়েছে। এগুলি আধুনিক জীবনধারা, বিশেষত ব্যস্ত তরুণদের উপযোগী হবে। সেইসঙ্গে, অ্যামওয়ের নিউট্রিশন পোর্টফোলিওকে আরও শক্তিশালী করবে এই নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টের রেঞ্জ।

দৈনন্দিন পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা পূরণের উদ্দেশ্যে অ্যামওয়ে এই নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টের ফর্মুলা উদ্ভাবন করেছে। নতুন রেঞ্জে তিনটি পণ্য রাখা হয়েছে: (ক) সিজ দ্য ডে – স্ট্রবেরির সুগন্ধযুক্ত গামি, সামগ্রিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাতে রয়েছে ভিটামিনস ও মিনারেলস, (খ) ডি-ফেন্স - হাড়ের স্বাস্থ্য ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মুখে দ্রবণীয় ভিটামিন ডি৩-যুক্ত জেলি স্ট্রিপ ও (গ) আই-ক্যান্ডি গামি – চোখের সুস্থতার জন্য লুটেইন ও জিক্সানথিন-যুক্ত ক্যান্ডি গামি। অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া গ্রাহকদের পরিবর্তশীল চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে এই নতুন নিউট্রিশন সাপ্লিমেন্টগুলি এনেছে। এগুলি ক্ষতিকারক পদার্থ ও প্রিজার্ভেটিভ মুক্ত।

সিজ দ্য ডে মাল্টিভিটামিন ও মিনারেল গামি, ডি-ফেন্স ভিটামিন ডি৩ জেলি স্ট্রিপস এবং আই-ক্যান্ডি লুটেইন ও জিক্সানথিন গামি ৬০টি গামি বা জেলি স্ট্রিপের প্যাকে পাওয়া যাচ্ছে। এগুলির দাম যথাক্রমে ৭৯৯, ৬৩০ এবং ৬২৯ টাকা। অ্যামওয়ে ডাইরেক্ট সেলার বা খুচরা বিক্রেতাদের মাধ্যমে এগুলি দেশের সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

এসআরএল ডায়াগনস্টিকস এখন দুর্গাপুরে

দুর্গাপুর: পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে এসআরএল নিয়ে এল একটি নতুন ডায়াগনস্টিকস ল্যাবরেটরি। এই নতুন ল্যাবটি হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এসআরএল -এর ১০ তম ল্যাব।

১২০০ বর্গফুট জুড়ে বিস্তৃত উন্নত ল্যাবরেটরিটিতে হেমাটোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি, সেরোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, হিস্টোপ্যাথলজি এবং মলিকুলার বায়োলজি সহ একাধিক পরীক্ষার বিভাগ রয়েছে। দুর্গাপুরের নাগরিকেরা এখন এসআরএল -এর ৩৫০০ এর বেশী পরীক্ষা এবং প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা প্যাকেজ সমন্বিত বিস্তৃত মেনু হাতের নাগালে পাবেন। গ্রাহকরা অফিসিয়াল নম্বরে কল করে বা এসআরএল ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সহজেই পরীক্ষা বুক করতে পারেন। এই নতুন ল্যাবরেটরি যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে, এসআরএল- এর এখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ১০টি ল্যাব এবং ২০০টি সংগ্রহ কেন্দ্রের নেটওয়ার্ক রয়েছে। এই লঞ্চের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, শ্রী আনন্দ কে, সিইও, এসআরএল ডায়াগনস্টিকস জানান, "পূর্ব ভারতের স্টিলের রাজধানীতে নতুন গবেষণাগার দুর্গাপুরের নাগরিকদের দ্রুত ঘোরার সময় দিতে সাহায্য করবে। আমরা আমাদের রোগীদের সুবিধার জন্য আমাদের হোম ভিজিট পরিষেবাগুলিকে আরও শক্তিশালী করেছি।"

গ্লেনমার্কের নাইট্রিক অক্সাইড নাসাল স্প্রে 'ফ্যাবিস্প্রে'

কলকাতা: গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (গ্লেনমার্ক) ও কানাডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি স্যানোটাইজ (SaNOtize) রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ভারতে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য নাইট্রিক অক্সাইড নাসাল স্প্রে (এনওএনএস) ফ্যাবিস্প্রে (FabiSpray) ব্র্যান্ড নামে চালু করল। কোভিড-১৯'এ আক্রান্ত ও ঝুঁকিসম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে ফ্যাবিস্প্রে কার্যকর ভূমিকা নেবে। এর আগেই গ্লেনমার্ক এনওএনএস-এর জন্য ড্রাগস কন্ট্রোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া থেকে উত্পাদন এবং বিপণনের অনুমোদন পেয়েছে।

ফ্যাবিস্প্রে (নাইট্রিক অক্সাইড নাসাল স্প্রে) শ্বাসনালীর উপরের অংশে কোভিড-১৯ ভাইরাসকে ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। ভারতে ২০টি ক্লিনিকাল সাইটে প্রাপ্তবয়স্ক কোভিড-১৯ রোগীদের মধ্যে এর ফেজ-৩ ক্লিনিকাল ট্রায়াল পরিচালিত হয়েছিল। ৩০৬ জন রোগীর উপর পরিচালিত এই সমীক্ষায় নাইট্রিক অক্সাইড নাসাল স্প্রে-র কার্যকারিতা ও নিরাপত্তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। পরীক্ষায় রোগবৃদ্ধির ঝুঁকিসম্পন্ন রোগীদের বিশ্লেষণ করা হয়েছে - টিকা না নেওয়া রোগী, মধ্য ও বয়স্ক রোগী এবং অন্যান্য রোগাক্রান্ত রোগী।

২০২১-এর মার্চ মাসে, এনওএনএস-এর উদ্ভাবক স্যানোটাইজ পরিচালিত ক্লিনিকাল ট্রায়াল থেকে জানা গেছে যে এনওএনএস সার্স কোভ-২'এর একটি নিরাপদ ও কার্যকর অ্যান্টিভাইরাল চিকিত্সা। প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে, এনওএনএস গড় ভাইরাল লোড প্রায় ৯৫ শতাংশ এবং তারপরের ৭২ ঘন্টার মধ্যে ৯৯ শতাংশের বেশি কমিয়ে দিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১-এর জুলাই মাসে, গ্লেনমার্ক ভারত ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে কোভিড-১৯ চিকিত্সার জন্য তাদের যুগান্তকারী নাইট্রিক অক্সাইড নাসাল স্প্রে তৈরি, বাজারজাতকরণ এবং বিতরণ করার জন্য কানাডিয়ান বায়োটেক ফার্ম স্যানোটাইজ-এর সঙ্গে একটি দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রাটেজিক পার্টনারশিপ গড়ে তুলেছে।

টাটা অলট্রোজ় এক্সটি

মুম্বাই: দু'বছর আগে টাটা অলট্রোজ় গাড়িটি লঞ্চ হয়েছিল। জনপ্রিয় এই গাড়িটির দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি উদযাপন করছে টাটা মোটরস। আর সেই উপলক্ষ্যেই টাটা অলট্রোজ়-এর একটি নতুন কালার মডেল নিয়ে এল এই গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থাটি। এই প্রিমিয়াম হ্যাচব্যাকের নতুন মডেলটির নাম টাটা অলট্রোজ় এক্সটি ডার্ক এডিশন, যার দাম ৭.৯৬ লাখ টাকা (ইন্ট্রোডাক্টারি প্রাইস, এক্স-শোরুম, দিল্লি)। এই লেটেস্ট মডেলে দেওয়া হয়েছে কসমো ডার্ক কালার অপশন, হাইপারস্টাইল হুইলস, ডার্ক ব্যাজিং, ইন্টিরিয়ার কালার থিম সম্পূর্ণ কালো, লেদারেট সিটস, হাইট অ্যাডজাস্টেবল ড্রাইভারের সিট, স্টিয়ারিং হুইল ও গিয়ার লেদারে র‍্যাপ করা এবং রিয়ার হেডসেট।

সোনির নতুন ওয়্যারলেস নেকব্যান্ড স্পিকার্স

কলকাতা: শ্রোতাদের সেরা অডিয়ো এক্সপিরিয়েন্স প্রদানের লক্ষ্যে সোনি নিয়ে এসেছে দুইটি নতুন ওয়্যারলেস নেকব্যান্ড স্পিকার - 'এসআরএস-এনবি১০' ও 'এসআরএস-এনএস৭'। এগুলি আনা হয়েছে যথেষ্ট আরামপ্রদ ও স্মার্ট ডিজাইনে। নতুন 'এসআরএস-এনবি১০' ব্যবহারকারী সহজেই কনফারেন্স কলে যোগ দিতে পারবেন, মিউজিক উপভোগ করতে পারবেন এবং সারাদিন স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করতে পারবেন। 'ডব্লিউএলএ-এনএস৭' ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার-সহ নতুন 'এসআরএস-এনএস৭' দেবে এক 'ইমার্সিভ ডলবি আটমস এনাবেলড পার্সোনাল সিনেমা সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স'। এটি চলবে 'এসআরএস-এনএস৭' ছাড়াও ডব্লিউএফ-১০০০এক্সএম৩, ডব্লিউএইচ-১০০০এক্সএম৪, ডব্লিউএইচ-এক্সবি৭০০, ডব্লিউআই-১০০০এক্সএম২'এর সঙ্গে এবং একইরকম অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।

নতুন 'এসআরএস-এনবি১০' ও 'এসআরএস-এনএস৭' ওয়্যারলেস নেকব্যান্ড স্পিকার ও 'ডব্লিউএলএ-এনএস৭' ওয়্যারলেস ট্রান্সমিটার ২৪ জানুয়ারি থেকে যথাক্রমে ১১,৯৯০ টাকা, ২২,৯৯০ টাকা ও ৫,৬৯০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে সকল সোনি সেন্টার, ই-কমার্স পোর্টাল, www.ShopatSC.com পোর্টাল এবং মুখ্য ইলেক্ট্রনিক স্টোরগুলি থেকে।

ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে ভি'র অফার

শিলিগুড়ি: এবছরের 'ভ্যালেন্টাইনস ডে' দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে অগ্রণী টেলিকম ব্র্যান্ড 'ভি' নিয়ে এসেছে এক দুর্দান্ত অফার। জুমইন-এর সহযোগিতায় আনা এই বিশেষ অফারে গ্রাহকরা তাদের প্রিয়জনকে উপহার হিসেবে দিতে পারবেন একটি 'কাস্টমাইজড সিম কার্ড' ও একটি আকর্ষণীয় 'ফটোবুক'।

গ্রাহকরা কাস্টমাইজড মোবাইল নাম্বার-সহ ভি পোস্টপেড সিম এবং সেইসঙ্গে জুমইন-এর ২৯৯ টাকার একটি কাস্টমাইজড ফটোবুক একদম বিনামূল্যে পাবেন এবং উপহার হিসেবে প্রিয়জনকে দিতে পারবেন। জুমইন-এর সঙ্গে ভি'র পার্টনারশিপের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহকরা স্মৃতির সরণি বেয়ে নামার জন্য বাছাই করা ছবির বিশেষভাবে ডিজাইন করা ২০ পৃষ্ঠার ফটোবুক উপহার দিতে পারবেন। এই অফার চালু থাকবে ৯ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

ফ্রেশ রাউন্ড ফাইন্যান্সিংয়ে ডিলশেয়ারের সংগ্রহ ১৬৫ মিলিয়ন

শিলিগুড়ি: সোশ্যাল ই-কমার্স স্টার্ট-আপ ডিলশেয়ার এক ঘোষণায় জানিয়েছে, তাদের সিরিজ ই ফান্ড সংগ্রহের প্রথম পর্বে তারা ১৬৫ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে। এজন্য কোম্পানির তরফে অভিনন্দন জানানো হয়েছে ড্রাগনিয়ার ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ, কোরা ক্যাপিটাল ও ইউনিলিভার ভেঞ্চার্স-সহ বর্তমান বিনিয়োগকারী টাইগার গ্লোবাল ও আলফা ওয়েভ গ্লোবাল (ফ্যালকন এজ)-কে।

এই রাউন্ডে সংগৃহিত অর্থ প্রযুক্তি এবং ডেটা সায়েন্সে বিনিয়োগের পাশাপাশি এর লজিস্টিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দশগুণ সম্প্রসারণ এবং ভৌগলিক পরিধি বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা হবে। এছাড়া, এটি একটি বিশাল অফলাইন স্টোর ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্ক স্থাপন করবে। ডিলশেয়ার উচ্চ-মানের, হ্রাস-মূল্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করে এবং একটি গ্যামিফায়েড, ফান-ফিলড ও ভাইরালিটি-ড্রিভন শপিং এক্সপিরিয়েন্স প্রদান করে, যা প্রথমবারের ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের অনলাইন কেনাকাটার অভিজ্ঞতা সহজ করে তোলে।

ডিলশেয়ার-এর ফাউন্ডার ও সিইও বিনীত রাও জানান, ডিলশেয়ার হল ভারতের অন্যতম দ্রুত-বর্ধনশীল ই-কমার্স কোম্পানি। এর আয় ও গ্রাহক-ভিত্তি গতবছরে লাভের উন্নতির সঙ্গে ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১০ মিলিয়ন গ্রাহক-ভিত্তি সহ ডিলশেয়ারের উপস্থিতি ১০টি রাজ্যের শতাধিক শহরে প্রসারিত হয়েছে। ডিলশেয়ার সারা দেশে ৫০০০ জনেরও বেশি মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

সানস্টোন এডুভারসিটির স্টেপ আপ স্কলারশিপ

কলকাতা: ভারতের অন্যতম উচ্চ-শিক্ষা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা সানস্টোন এডুভারসিটি তার "স্টেপ আপ স্কলারশিপ" প্রোগ্রাম ঘোষণা করল। এই প্রোগ্রামের অর্ন্তগত সানস্টোন মেধাবী ১০০০-এরও বেশি শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ কোটি টাকার স্কলারশিপ ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য এই প্রোগ্রামটি শিক্ষার্থীদের ফলাফল-ভিত্তিক এবং প্রভাবশালী উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে তাদের ক্যারিয়ার শুরু করার সুযোগ দেয়। স্নাতকোত্তর কোর্সে (এমবিএ, এমসিএ এবং পিজিডিএম) পাঠরত বা পড়তে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ১০০ শতাংশ স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে। প্রার্থীদের সানস্টোন এডুভার্সিটির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে রবিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি রাত দশটার মধ্যে তাদের আবেদন জমা দিতে হবে।

স্কলারশিপের জন্য প্রার্থীদের "স্টেপ আপ স্কলারশিপ" পরীক্ষা দিতে হবে যা চলতি বছরের ৫ও ৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। কোয়ানটেটিভ এবং ভারবাল অ্যাপটিটিউট, সাইকোমেট্রিক অ্যাবিলিটিস, কারেন্ট অ্যাফেয়ারস প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রার্থীদের নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তবেই তাঁরা স্কলারশিপের জন্য বিবেচিত হবেন। সানস্টোন এডুভার্সিটির সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিওও পীযূষ নাংরু বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীরা অর্থের অভাবে যাতে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হন সেই কথা মাথায় রেখেই এই "স্টেপ আপ স্কলারশিপ" প্রোগ্রামটি তাঁদের সাহয্যের একটা প্রচেষ্টা মাত্র।

আইটিএ-এর প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন নয়নতারা

নাগরাকাটা: ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের (আইটিএ) ১৩৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম মনোনীত মহিলা চেয়ারপার্সন হয়ে ইতিহাস গড়লেন নয়নতারা পালচৌধুরি। এই মুহূর্তে দশটি কোম্পানির ডিরেক্টর নয়নতারার প্রপিতামহ বিপ্রদাস পালচৌধুরী, পিতামহ অমিয় পালচৌধুরী এবং বাবা অমিতাভ পালচৌধুরী ডুর্য়াস ও তরাইয়ের চা বাগান গড়ার কারিগর। চারপুরুষ ধরে পালচৌধুরী পরিবার এই চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত।বর্তমানে তাঁদের মালিকানাধীনে দুটি বাগান আছে। তরাইয়ের মোহরগাঁ-গুলমা ও ডুয়ার্সের ওয়াশাবাড়ি।

আইটিএ-র চেয়ারপার্সন নয়নতারার কথায়, এই শিল্পের

প্রতি পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগ আমাকে সবসময় কিছু করার জন্য অনুপ্রেরণা যোগায়। তিনি বলেন, চা বাগানের ৬০শতাংশ শ্রমিকই মহিলা, তাঁদের জীবনযাত্রার মান কিভাবে বাড়ানো যায় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করা হবে। এছাড়াও চা শ্রমিকদের জন্য সরকারি যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে যাতে তাঁরা সেগুলি থেকে ঠিকমত সাহায্য পান সেটাও নিশ্চিত করা হবে। তিনি আরও বলেন, মহিলাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা সহ নানা বিষয় ইউনিসেফের সঙ্গে কাজ করছে আইটিএ।

বলাবাহুল্য, শুধু আইটিএ নয় চা বণিকসভা গুলির যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারপার্সন হিসেবেও মনোনীত হয়েছেন নয়নতারা। এছাড়াও এর আগে তিনি ২০০৫-২০০৬ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব সামলেছেন। সেই সময় ঐ বণিক সভার ১২০ বছরের ইতিহাসে তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা চেয়ারপার্সন। উল্লেখ্য, ইন্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স, ফিকির গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার পাশাপাশি নরওয়েতে কলকাতা কনসালের দায়িত্বও এখন তাঁর কাঁধে।

এক সাক্ষাৎকারে নয়নতারা বলেন, চা শিল্পের আধুনিকীকরণের পাশাপাশি পর্যটন সহ অন্য শিল্প সম্ভাবনার পথ খুঁজবেন তিনি। ইতিমধ্যেই এব্যাপারে কাজ শুরু হয়ে গেছে। শিলিগুড়িতে উত্তরের উদীয়মান শিল্পদ্যোগীদের নিয়ে একটি সভার পরিকল্পনাও রয়েছে তাঁর। তিনি আরও বলেন, টিআরএ-এর সাহায্যে চায়ের ওপর গবেষণায় জোর দিতে চাই। এছাড়াও বিভিন্ন চা বাগানে এটিএম কাউন্টার, চায়ের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ ঘরোয়া চায়ের বাজারের সম্প্রসারণের ব্যাপারটিও গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।

নতুন নিয়মে রেশন নিয়ে উভয় সঙ্কটে কোচবিহারের রেশন ডিলাররা

ফাইল চিত্র

কোচবহার: উভয় সঙ্কটে কোচবিহারের রেশন ডিলাররা। ইলেকট্রনিক পয়েন্ট অফ সেল মেশিনে আঙুলের ছাপ না মিললে একদিকে যেমন গ্রাহকদের খাদ্য সামগ্রী নাদেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তেমনি অপরদিকে কোন গ্রাহককে আবার ফেরানোও যাবেনা। তাই একপ্রকার চাপে পড়েই আঙুলের ছাপ ছাড়াই খাদ্যসামগ্রী দিয়ে আনঅথিনটিকেটেড বণ্টনের দায়ে লাল তালিকা ভুক্ত হতে হচ্ছে রেশন ডিলারদের। সব মিলিয়ে রাজ্য জুড়ে রেশন সামগ্রী বিলি নিয়ে নতুন করে সমস্যা তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্ত হওয়ার পর অনেক গ্রাহকই খাদ্য সামগ্রী তুলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন। বিশেষ করে প্রবীণ ও মহিলা নাগরিকদের একাংশের বায়োমেট্রিক তথ্য ম্যাচ হচ্ছেনা।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার অ্যাসোসিয়েশনর কোচবিহার জেলার সম্পাদক বিমলেন্দু রায় বলেন, আধার সংযুক্ত নাথাকলে গ্রাহকদের সামগ্রী দিলে সেটা আনঅথিনটিকেটেড হয়ে যাচ্ছে। এক দেশ এক রেশন কার্ড প্রকল্পে আধার কার্ড সংযুক্ত থাকলে অন্য রাজ্যেও রেশন সামগ্রী পাওয়া যাবে। বর্তমানে বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করে রেশন সামগ্রী দেওয়ার পথে হাঁটছে প্রশাসন। ফলে তথ্য না মিললেও সেই গ্রাহকের রেজিস্টার করা ফোন নম্বরে ওটিপি পাঠিয়েও রেশন সামগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রেও অনেক গ্রাহকের ফোন নম্বর বদলে যাওয়ায় ওটিপি আসছেনা। তারওপর গ্রামাঞ্চলের এখনো অনেক মানুষ ওটিপি নিয়ে সরোগর নন। এক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে।

খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, কাউকেই রেশন সামগ্রী না দিয়ে ফেরানো যাবেনা। যদি কারোর আঙুলের ছাপ না মেলে তাহলে ওটিপি-র সাহায্যে সামগ্রী দিতে হবে। সেটাও না হলে মোবাইল নম্বর লিখে সামগ্রী দিতে হবে এবং সেই গ্রাহকের আবার আধার সংযুক্তি করে দিতে হবে।

নিরক্ষর হয়েও করোনা কালে পাঠশালা চালাচ্ছেন পুষ্পারানি

আলিপুরদুয়ার: যাটোর্ধ্ব পুষ্পারানি রায়ের মনে পড়াশোনা করতে না পারার ব্যথাটা আজও অক্ষত। কারণ চরম দারিদ্রের কারণে কোনদিনই লেখাপড়া করার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। একপ্রকার বাধ্য হয়েই ছোট বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছিল তাঁকে। পড়াশোনা তাঁকে আজও টানে। তাই পড়ুয়া জোগাড় করে আলিপুরদুয়ার শহরের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের শিশুদের জন্য চালু করেছে পাঠশালা। রোজ সেখানে ২০ থেকে ৩০ জন পড়ুয়া পড়তে আসে। এভাবেই রোজ নিয়ম করে দুই থেকে তিন ঘণ্টা ক্লাস চলে। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতিতে স্কুল যখন বন্ধ ছিল তখনো দুই-চারজন করে ডেকে এনে ক্লাস করিয়েছেন তিনি।

শহর হলেও নিউ আলিপুরদুয়ারে দুর্গা প্রাইমারি স্কুল এলাকায় গ্রামের ছাপ স্পষ্ট। নিজের বাড়িতে এই পাঠশালা খুলেছেন পুষ্পারানি। তিনি বলেন, করোনার জন্য পাড়ার ছোটদের পড়া প্রায় বন্ধ হয়েগিয়েছিল। তাই বাড়িতে ডেকে ওদের পড়ার ব্যবস্থা করি। প্রথম প্রথম অনেকেই আসতে চাইতনা। এখন অনেকেই আসে। অভিভাবকরাও এব্যাপারে সাহায্য করেন। তিনি বলেন, ছোটদের পড়ার জন্য বাড়ির একটা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিকে পড়াতে না পারলেও এখন অনেক পড়াই তাঁর মুখস্থ। সেগুলিই ছোটদের বই দেখে লিখতে দেন। আবার বই দেখে মিলিয়ে দেন।

আলিপুরদুয়ার গোবিন্দ হাইস্কুলের শিক্ষক নিলয় দেবনাথ বলেন, পুঁথিগত শিক্ষা না থাকলেও পুষ্পারানি রায় একজন প্রকৃত শিক্ষক হয়ে উঠেছেন। আমরা করোনা পরিস্থিতিতে যা করে উঠতে পারিনি উনি তা করে দেখাচ্ছেন।

প্রচারে এগিয়ে হেভিওয়েট রবি

কোচবিহার: কোচবিহার পুরসভা নির্বাচনে নিজের ওয়ার্ডে বাকিদের থেকে দুই কদম এগিয়েই প্রচার শুরু করলেন তৃণমূল প্রার্থী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।একেই হেভিওয়েট প্রার্থী তার উপর বিরোধীরা এখনও পর্যন্ত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নাম ঘোষণা করতে পারেননি। সরস্বতী পুজোর দিন থেকেই রবিবাবু তাঁর ওয়ার্ডে রীতিমত প্রচার শুরু করে দিলেন।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৯ ফেব্রুয়ারি এবং প্রত্যাহরের শেষ তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি। এই অবস্থায় কোন দলের কে প্রার্থী তা নিয়ে সাধারণ মানুষ তো বটেই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যেও ব্যাপক কৌতূহল রয়েছে। বিশেষ করে কোচবহার শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে সবারই বিশেষ নজর রয়েছে। রবিবাবুর প্রতিদ্বন্দ্বী কে হবেন তা নিয়ে জল্পনা চলছে শহর জুড়ে।

এদিকে ৩ ফেব্রুয়ারি কোচবহার জেলা বামফ্রন্ট তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলেও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থীর নাম তারা এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করেনি। এই অবস্থায় ৪ ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস জানিয়ে দিয়েছে, শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে তাদের হয়ে লড়বেন প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রাতে নাম ঘোষণার পরই ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে প্রচার কর্মসূচি শুরু করে দিয়েছেন রবিবাবু। এদিন সরস্বতী পুজো থাকায় সকাল থেকেই ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মণ্ডপে ঠাকুর দেখতে গিয়ে সুকৌশলে সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে জনসংযোগ সেরে নিয়েছেন তিনি। এমনকি ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষের কথা বলে আগামী দিনের কর্মসূচিও ঠিক করে নিয়েছেন তিনি।

সারাদিনের কর্মসূচি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে রবিবাবু জানান, মৈত্রী সংঘের পুজোয় গিয়ে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা প্রচারের জন্য যাই বড় বাজারে। ৬ ফেব্রুয়ারি তথা রবিবার মৈত্রী সংঘেই চারটি বুথের কর্মী তথা সাধারণ বাসিন্দাদের নিয়ে সকাল দশটায় একটি বৈঠক রয়েছে। এছাড়াও বেলা ১২টা নাগাদ এসিডিসি ক্লাবে সমস্ত সাধারণ মানুষকে নিয়ে তিনি নাগরিক সভা করবেন। জয় নিয়ে নিশ্চিত রবিবাবু জানান, এবারও কোচবিহার তৃণমূলকেই চায়।

ক্ষুদ্র চা চাষের উন্নয়নে বরাদ্দ ৩২৫ কোটি

নাগরাকাটা: ক্ষুদ্র চা চাষের উন্নয়নে ৩২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে চলেছে টি বোর্ড। ফি বছর ৬৫ কোটি টাকা হিসেবে আগামী পাঁচ বছরে ওই টাকা খরচ করা হবে। ২ ফেব্রুয়ারি অসমের কাজিরঙ্গায় অনুষ্ঠিত টি বোর্ডের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রভাতকমল বেজবড়ুয়া বলেন, ক্ষুদ্র চা চাষিদের থেকেই এখন মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি আসছে। তাই সেদিকে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শীতের শুখা মরশুমের শেষে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে বাগান গুলিতে উৎপাদন চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড।

গতবছর কেন্দ্রীয় বাজেটে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের চা বাগানের মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষনা করা হয়েছিল। বার্ষিক ২০০ কোটি টাকা হিসেবে ওই টাকা খরচ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে টি বোর্ডের মাধ্যমে নয় এই টাকা খরচ করা হবে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে।

স্টুডেন্টদের ঋণ দেবে সমবায় ব্যাঙ্কও

কলকাতা: স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়ে দেন ঋণ দিতেই হবে ব্যাঙ্কগুলিকে কোনওরকম অজুহাত শুনবেন না।

শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড চালু করেছিল সরকার। এই প্রকল্পে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারবেন শিক্ষার্থীরা। সব ধরনের ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়া যাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন। রাজ্য সরকারই সেই ঋণের গ্যারান্টার। কিন্তু তারপরও একাধিক ব্যাঙ্ক পড়ুয়াদের ঋণ দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এই নিয়ে নজর দিতেও নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, ''বহু ব্যাঙ্ক ঋণ দিচ্ছে না। অসহযোগিতা করছে। তারা যে দয়া করছে না, তা সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়ে জবাব দিতে হবে।''

উল্লেখ্য, ক্রেডিট কার্ডের টাকা স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পেশাভিত্তিক কোর্স, গবেষণায় খরচ করা যাবে। যারা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করছেন, তাঁদের সকলে দেশে বা বিদেশে কোনও প্রতিষ্ঠানে এই টাকায় পড়াশোনা করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পড়াশোনার জন্য বাবা-মায়েদের যেরকম চিন্তা করতে হয়, তা আর করার প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে আছে। পড়াশোনার জন্য ঘরবাড়ি বেচতে হবে না।

আড়াই কোটির মেডিকেল ট্যুরিজম গজলডোবায়

জলপাইগুড়ি: পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে কেরল ও গোয়ার ধাঁচে গজলডোবায় তৈরি হচ্ছে মেডিকেল ট্যুরিজম। আগামী এক বছরের মধ্যে এই অত্যাধুনিক মেডিকেল এবং স্বাস্থ্য পর্যটন পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে পর্যটন দপ্তর।

পর্যটন দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা জ্যোতি ঘোষ জানান, গজলডোবায় ওয়েলনেস সেন্টারের মাধ্যমে রাজ্য পর্যটন দপ্তর মেডিকেল এবং হেলথ ট্যুরিজম পরিষেবা চালু করতে চায়। গজলডোবা পর্যটন হাবের ইকো রিসর্টের পাশে দুই একর ফাঁকা জমিতে এই সেন্টারটি গড়ে উঠবে। জানা গিয়েছে, এই ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তুলতে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ বিশেষজ্ঞ আর্কিটেক্ট নিয়োগ করবে। পরিকাঠামো তৈরি করতে খরচ পড়বে প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

এই সেন্টারে অত্যাধুনিক পরিষেবার মধ্যে থাকবে সাইকোলজিক্যাল থেরাপি কাউন্সেলিং, অবসাদ দূর করতে হলিস্টিক মেডিসিন পরিষেবা, জিম, বডি ম্যাসাজ, স্পা সহ ফেসিয়াল ও স্কিনের বিভিন্ন ধরনের ন্যাচরাল চিকিৎসা। শুধু তাই নয় জানা গিয়েছে ওয়েলনেস সেন্টারের সার্বিক পরিবেশকেও প্রকৃতিগত ভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। থাকবে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থ মিশ্রিত মিনারেল ওয়াটারের ব্যবস্থা।

পর্যটন ব্যবসায়ী সব্যসাচী রায় মনে করেন এই ধরনের পরিষেবা সেন্টারে যারা যান তাঁদের অনেক খরচ করতে হয়। সেই কথা মাথায়

উত্তরের পর্যটন ব্যবসাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, কেরল, তামিনাড়ু ও গোয়াতে এই ধরনের ওয়েলনেস রেখেই পরিষেবামূল্য মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের নাগালের মধ্যে রাখা হলে ভিড় বাড়বে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ি থানা

হলদিবাড়ি: ক্রীড়া ভারতী সংস্থার উদ্যোগে ও পাঠানপাড়া পল্লী যুব সংঘের সহযোগিতায় আয়োজিত একদিবসীয় ৯ দলীয় ভলিবলে ৩১ জানুয়ারি চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি থানার দল। ফাইনালে তারা ২৫-২০, ২৫-২৩ পয়েন্টে হলদিবাড়ি ভলিবল সিক্স দলকে হারিয়েছে। টুর্নামেন্টের সেরা হয়েছেন সানি মাহাতো। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলেদেন দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মদন সরকার, যুব সংঘের সভাপতি ভুপেন বসুনিয়া প্রমুখ।

জিতল জিটিএসসি

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ১ ফেব্রুয়ারি দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জিতল জিটিএসসি। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে জিটিএস ২০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৭৪ রান করে। ম্যাচের সেরা উদিত চৌধুরী ৮৮ ও নবাঙ্কুর ঘোষ ৪১ রানে অপরাজিত থাকেন। বিশাল রায় ২৮ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে দেশবন্ধু ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রানে আটকে যায়। পিন্টু রাউত ৪৬ ও মনোজ মল্লিক ৩১ রানে অপরাজিত থেকে যান। আবির চট্টোপাধ্যায় ১৭ ও রৌনক আগরওয়াল ২৮ রানে নেন ২ উইকেট।

জয়ী হিমুল ও সিআরএস

জলপাইগুড়ি: হাউজ্যাট ক্রিকেটে ১ ফেব্রুয়ারি জিতেছে শিলিগুড়ির সিআরএস এবং হিমুল জলপাইগুড়ি। প্রথম ম্যাচে সিআরএস ৭৯ রানে হারিয়েছে প্যান্থার ক্লাবকে এবং ম্যাচে হিমুল জলপাইগুড়ি ৮ উইকেটে জিতেছে শিলিগুড়ি এসবিএমসিএ-র বিরুদ্ধে।

সিআরএস প্রথমে ১২২ রানে অলআউট হয়। জবাবে ১২.১ ওভারে প্যান্থার ক্লাব ৪৩ রানে গুটিয়ে যায়। দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথমে এসবিএমসিএ ৩৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। এরপর হিমুল ২ উইকেটে ৩৯ রান তুলে ম্যাচ নিজের নামে করে নেয়।

জয়ী বিবেকানন্দ

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে ১ ফেব্রুয়ারি তরুণ তীর্থর বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে জিতেছে বিবেকানন্দ ক্লাব। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে খেলতে নেমে প্রথমে তরুণ ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১১৭ রান তুলে। অজিত রজক ২৪ ও প্রিন্স প্যাটেল ২২ রান করেন। জবাবে বিবেকানন্দ ১৯.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১২২ রান তুলে নেয়। অভিনব গোস্বামী ৩১ ও শৌভিক মুখোপাধ্যায় ২৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা পিন্টু অধিকারী অপরাজিত থাকেন ২৯ রানে। গোবিন্দ সিং ১২ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট।

১০০০ তম ওডিআই খেলল ভারত

মুম্বাই: রোহিত শর্মার নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া ৬ ফেব্রুয়ারি আহমেদাবাদে নিজেদের ১০০০ তম একদিবসীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেললো। বিশ্বের প্রথম দল হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে এক হাজার ম্যাচ খেলল ভারত। মনে করা হয় ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই ভারতে ওয়ান ডে খেলার চাহিদা বেড়ে গেছে।

১৯৭১ সালের ৫ জানুয়ারি মেলবোর্নে প্রথম একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা হয়েছিল। আর ১৯৭৪ সালের ১৩ জুলাই লিডসে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ভারত। ২০০২ সালে ৫০০তম ম্যাচ খেলে ভারত। তার দুই দশক পর ঘরের মাঠে ওয়ানডে ক্রিকেটে এক হাজার ম্যাচ খেলার মাইলফলক স্পর্শ করলো টিম ইন্ডিয়া। ১০০০ তম ম্যাচটি খেলার আগে ৯৯৯টি ওয়ানডে ম্যাচেতে ভারতের জয় ছিল ৫১৮টি। এছাড়া হার ৪৩২টিতে, ৯টি টাই এবং ৪১টি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে, ওয়ানডে ম্যাচের নিরিখে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সবচেয়ে বেশি ১৬২টি ম্যাচ খেলেছে ভারত।

নিজেদের মাঠে ১০০০ তম ম্যাচে প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৯৮৩ সালে ভারত প্রথমবার বিশ্বকাজয়ী হয়েছিল, এই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েই। ক্যারিবিয়ান দলের বিপক্ষে এবারের ম্যাচ নিয়ে ১৩৪ বার মুখোমুখি হয়েছে ভারত। জয় ৬৫ টি, হার ৬৩টি, ২টি ম্যাচ টাই ও ৪টি পরিত্যক্ত হয়।

রনজি ট্রফির জন্য অনুশীলন শুরু বাংলার

কলকাতা: রনজি ট্রফি শুরু হতে চলেছে আগামি ১৬ ফেব্রুয়ারি। ৫ মার্চের মধ্যেই গ্রুপ লিগের ম্যাচগুলি শেষ হওয়ার কথা। প্রাথমিক পর্বের খেলা হওয়ার কথা কলকাতা, আহমেদাবাদ, কটক, চেন্নাইয়ে। মোট ৯টি গ্রুপ দল গুলিকে ভাগ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৮টি এলিট পর্যায়ের। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। মোট ৬টি দল নিয়ে হচ্ছে প্লেট গ্রুপ।

বাংলা ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গ্রুপ লিগে বাংলার খেলাগুলি হতে চলেছে কটকে। শেষবারের তুলনায় রনজিতে এবার বাংলা বেশ সহজ গ্রুপে রয়েছে। বাংলার গ্রুপে আছে চণ্ডীগড়, হায়দরাবাদ ও বরোদা। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের আশা, রনজিতে এবার ভালোই করবেন দল। ৩১ জানুয়ারি থেকে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলার অনুশীলনে ব্যাটিং-বোলিং চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। জানা গেছে, রনজি ট্রফি শুরু হওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে দল করে চারদিনের অনুশীলন ম্যাচও খেলবে টিম বাংলা। দলের সহকারী কোচ সৌরাশিস লাহিড়ির কথায়, “আমরা সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি। প্রস্তুতির শুরুটা ভালো হয়েছে”।

ক্রীড়ায় বরাদ্দ বাড়ল কেন্দ্রীয় বাজেটে

নয়াদিল্লি: বাজেটে ক্রীড়াক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য এবার ক্রীড়া বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে ৩০৬২.৬০ কোটি টাকা, যা গত বছরের থেকে ৩০৫.৫৮ কোটি টাকা বেশি। গত অর্থবর্ষে বরাদ্দ ২৩০.৭৮ কোটি টাকা কমানো হয়েছিল। ২০২১-২২ অর্থবর্ষে সাধারণ বাজেটে ক্রীড়ার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ২৫৯৬.১৪ কোটি টাকা। পরবর্তীতে অবশ্য তা বাড়িয়ে ২৯৫৭.০২ কোটি টাকা করা হয়েছিল।

এবছর খেলো ইন্ডিয়ার বরাদ্দ ৩১৬.২৯ কোটি টাকা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৯৭৪ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। এছাড়া জাতীয় যুব কল্যাণ প্রকল্পে বরাদ্দ ১০৮ কোটি থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩৮ কোটি টাকা। ক্রীড়াবিদদের পুরস্কারের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৩৫৭ কোটি টাকা।

বিভিন্ন জাতীয় সংস্থার জন্য এবারও বরাদ্দ ২৮০ কোটি টাকা। জাতীয় ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের বাজেটে ঘাটতি করে ২৫ কোটি থেকে কমিয়ে ১৬ কোটি টাকা করা হয়েছে। বরাদ্দ কমেছে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ারও। গতবারের ৬৬০.৪১ কোটি থেকে তা কমে হয়েছে ৬৫৩ কোটি টাকা।

রনজি খেলছেন না ঋদ্ধিমান সাহা

কলকাতা: ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে রনজি ট্রফি থেকে সরে দাঁড়ালেন ঋদ্ধিমান সাহা। সিএবিকে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ঋদ্ধিমান সংবাদ মাধ্যমে জানান, ব্যক্তিগত কারণে রনজি না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিএবিকে জানিয়ে দিয়েছি আমার সিদ্ধান্ত।

ঋদ্ধির রনজি না খেলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরই বাংলা দল নির্বাচনি বৈঠক হয়ে গেল সিএবিতে। যেখানে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের সদস্য রবি কুমারকে এই প্রথমবার বাংলা সিনিয়র দলের স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতীয় টেস্ট দলের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ব্যক্তিগত কারণে খেলবেন না কথা বললেও ভিন্ন খবর সামনে আসছে। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ঋদ্ধিমানের কিছু মত পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও সিএবি, বাংলা দল বা ঋদ্ধি-কারোর কাছ থেকেই এসব নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি।

আসন্ন রনজিতে বাংলার সব ম্যাচ এবার কটকে। ভুবনেশ্বর

থেকে কটকে যাতায়াত করবে টিম বাংলা অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন বাংলার দল রনজি খেলবে।

জিতল রয়্যাল ও তারিঙ্গিবাড়ি

ইসলামপুর: মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে ৮ ফেব্রুয়ারি কলোনি স্পোর্টিং ক্লাবকে ৫৮ রানে হারিয়েছে রয়্যাল স্পোর্টিং থানা। প্রথমে রয়্যাল ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯৬ রান তোলে। মহম্মদ জাফর উল্লাহ ৬৮ ও পিন্টু কর্মকার ৩৩ রান করেন। জবাবে থানা ১৩৮ রানে অলআউট হয়ে যায়। সুশান্ত দাস করেন ৪৫ রান।

অন্য ম্যাচে এভারগ্রিন ক্লাব ৫৭ রানে জিতেছে তারিঙ্গিবাড়ি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। প্রথমে এভারগ্রিন ব্যাটিং করে ৯ উইকেটে ১৬৫ রান করে। মহম্মদ আজহারউদ্দিন ৪০ ও জুনায়েদ আনসারি ২৮ রান করেন। এরপর তারিঙ্গিবাড়ি ব্যাটিং করতে নেমে ১০৮ রানে অলআউট হয়।

বিধানকে হারাল ইউনাইটেড

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রভা চৌধুরী, অমৃতকুমার চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি প্রথম ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ৪ ফেব্রুয়ারি নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব ১১ রানে বিধান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। বৃষ্টির কারনে মাঠ ভিজে থাকায় এদিন ম্যাচ ৭ ওভারের ম্যাচ খেলা হয়েছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে ইউনাইটেড প্রথমে ব্যাটিং করতে এসে ৭ উইকেটে ৭৪ রান তোলে। জবাবে বিধান ৭ ওভারে ৪ উইকেটে মাত্র ৬৩ রান তুলতে পারে। শাদাব খান ২৯ ও পুস্পেন ঘোষরায় ১৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা হেরেন্দ পাসোয়ান ২৫ রানে ২ উইকেট নেন।

জিতল উদয়ন ও রেইনবো

আলিপুরদুয়ার: জেলা ক্রীড়া সংস্থার টি২০ ক্রিকেটে ৩ ফেব্রুয়ারি সিনিয়ার্স ফোরামকে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৬৫ রানে হারিয়েছে। টাউন ক্লাবের মাঠ টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে উদয়ন ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৯ রান তোলে। টাউন ক্লাবের শুভম ঘোষ ৭৫ রান এবং হিমাংশু সিং ৩৬ রান তলেন। প্রসেনজিৎ দে ১৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্যাটিং করতে নেমে ফোরাম ১৭ ওভারে ১০৪ রানে অলআউট হয়। ফোরামের প্রসেনজিৎ দে ৩২ ও অমিত বিশ্বাস ২৭ রান করেন। হিমাংশু ৩ উইকেট এবং অজয় শর্মা ২ উইকেট নেন।

এদিন দ্বিতীয় ম্যাচে ডিআরএসসি ১৪৬ রানে স্বাধীন ভারত ক্লাবের বিরুদ্ধে জিতেছে। প্রথমে ব্যাটিং ডিআরএসসি ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৭ রান তোলে। জয়দীপ নাথ ৮৩ রান ও অর্ণব চৌধুরী ৩৯ রান করেন। ভাবাবে স্বাধীন ভারত ৯.৪ ওভারে ৩১ রানে সব উইকেট হারিয়ে ফেলে। ম্যাচের সেরা শ্রীকান্ত সরকার ৮ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট।

অরবিন্দনগর মাঠে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও সুভাষপল্লি কালচারাল ক্লাবের ম্যাচে জিতেছে রেইনবো। রেইনবো ৪৮ রানে সুভাষপল্লি কালচারাল ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে জিতে রেইনবো ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৭৬ রান তোলে। জবাবে সুভাষপল্লি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ১২৮ রান তুলে।

টি২০-তে জয়ী বাঘা যতীন

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের অমৃতকুমার চৌধুরী, প্রভা চৌধুরী ও মহেন্দ্রলাল দে ট্রফি সুপার ডিভিশন টি২০ ক্রিকেটে ৩ ফেব্রুয়ারি বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৭৮ রানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে জিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে প্রথমে ব্যাটিং করতে এসে বাঘা যতীন ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮৩ রান তোলে। ইনিংসের সেরা প্রতীক সাহা ৮১ রান করেন এবং সুরজ রায় ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

জবাবে ব্যাটিং করতে এসে ফ্রেন্ডস ১৯.১ ওভারে ১০৫ রানে অলআউট হয়। সঞ্জু রায় ৫৬ রান করেন। তিনি ছাড়া দলের আর কারোর দুই অঙ্কের রান নেই। বিশাল মাহাতো ৪ উইকেট এবং বিষ্ণু সরকার ৩ নেন।

মার্চ থেকেই শুরু হচ্ছে আই লিগ

কলকাতা: করোনার হানায় স্থগিত হয়ে গিয়েছিল আই লিগ। এআইএফএফ জানিয়ে দিল, পরিস্থিতি খানিক স্বাভাবিক হওয়ায় ফের ৩ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে বায়ো বাবল। তার আগে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে দলের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। বায়ো বাবলে প্রবেশ করার পর প্রত্যেককে ৭ দিনের বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। তার আগে প্রত্যেককে তিনটি নেগেটিভ আরটিপিসিআর রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এবার আরও কঠোরভাবে বায়ো বাবল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কর্তৃপক্ষ। চলতি মরশুমে কলকাতায় হচ্ছে টুর্নামেন্ট।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96